সচিত্র রামায়ণ-সার।

মেদিনীপুর কলিজিয়েট্ স্কুলের শিক্ষক
শ্রীনিবারণচন্দ্র পাল
প্রণীত।

প্রকাশক—
শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
"তারা-লাইব্রেরী"
১০৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

সন ১৩৩৬ সাল।

নিত্যং মে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে বিদ্যতে যয়োঃ।
তৌ মাতাপিতরৌ বন্দে সাক্ষ্যাদ্দৈবতরূপিণৌ॥

কুশল কামনা সতত আমার
বিরাজে যাঁদের মনে,
দেবতাসরূপ সে মাতাপিতার
নমি আমি শ্রীচরণে।

যাঁহারা ভগবান্ ও ভগবতীর প্রতিনিধিরূপে মর্ত্ত্যধামে থাকিয়া সর্ব্বদা আমার কল্যাণ কামনা করিতেন, এবং এখনও স্বর্গ হইতে সতত আশীষ ধারা বর্ষণ করিতেছেন, সেই জনকজননীর স্মৃতির উদ্দেশে আমার সযত্ন-রচিত এই ক্ষুদ্র 'রামায়ণ-সার' ভক্তির সহিত উৎসর্গ করিলাম।

ভক্তিবিনম্র—

নিবারণ।
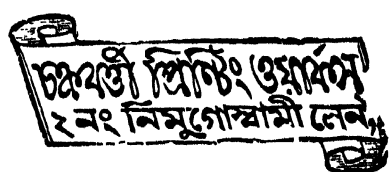
বিজ্ঞাপন।

মহর্ষিবাল্মীকি-রচিত রামায়ণের সারাংশ পদ্যে গ্রথিত করিয়া 'রামায়ণ-সার' নাম দিয়া প্রকাশ করিলাম। পুস্তকের ভাষা যাহাতে কোমলমতি বালকবালিকাগণও সহজে বুঝিতে পারে, তজ্জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি; কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

বিষয়গুলি অধিকতর রুচিকর করিবার মানসে রঘুবংশাদি গ্রন্থ হইতেও ভাব গ্রহণ করিয়া স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। দেশের সদাশয় সুধীবৃন্দ ত্রুটি-সমূহ মার্জ্জনাপূর্ব্বক ইহা সাদরে গ্রহণ করিলে, কৃতার্থ হইব।

পরিশেষে আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, স্থানীয় সত্যবাদী পত্রের সম্পাদক প্রসিদ্ধ উকীল ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু মহাশয় গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সংশোধনপূর্ব্বক সুলভে মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

বিনীত—

শ্রীনিবারণচন্দ্র পাল।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও বহু সদ্‌গ্রন্থপ্রণেতা,

বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টার,

মহামান্য—

শ্রীযুক্ত রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র

বাহাদুরের

অভিমত—

চুঁচুড়া।

২৯শে সেপ্টম্বর, ১৯২৯।

আমি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র পাল মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত রামায়ণ-সার ও মহাভারত-সার নামক গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। রামায়ণ মহাভারত হিন্দুর অমূল্য সম্পত্তি। এরূপ দুইখানি কাব্য আর কোনও দেশে কি আর কোনও ভাষায় আছে কি না জানি না। অযত্নলব্ধ সম্পত্তি বলিয়াই আমরা ইহার আদর করি না। কিন্তু হিন্দুর গৌরবের সামগ্রী যে এ দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। শিশুদিগের জন্য সেই গ্রন্থসাররূপ অমৃত পরিবেষণ করিয়া পাল মহাশয় শিক্ষার উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আমি এই দু'খানি বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ

ইন্‌স্পেক্টার অব্‌ স্কুলস্‌,

বর্দ্ধমান বিভাগ।

সূচিপত্র।

অনন্তশয্যাশায়ী নারায়ণের নিকট রাবণ কর্ত্তৃক
উৎপীড়িত দেবগণের প্রার্থনা ১৪—পৃষ্ঠা।

T. P. WORKS
CALCUTTA.

রামায়ণ-সার।

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥
সুশীল সুবোধ শান্ত কান্ত রঘুনাথ,
সীতাপতি রামচন্দ্রে করি প্রণিপাত।

প্রস্তাবনা।

সূর্য্যবংশ-কথা রামায়ণ মাঝে
লিখিয়া বাল্মীকি মুনি,
কত উপদেশ লভে সব লোকে
মনোযোগে তাহা শুনি'।

দুধের সাগর- সম সে কাহিনী,
সার তার তুলিবারে,
তৃণ-সম আমি হীন হইলেও
নেমেছিনু একধারে।

তরঙ্গই মোরে একপার হ'তে
পর-পারে ল'য়ে যায়,
আপনা হইতে কিছু সার তার
লাগিয়াছে মোর গায়।

কালিদাসাদির ভাণ্ডার হইতে
চিনি আনি' সযতনে,
মিশাইয়া এতে শ্রদ্ধাযুতচিতে
নিবেদিনু যত জনে।

দীন সেবকের হীন উপচার
গ্রহে দেবতারা যথা,
চরিতার্থ হব গ্রহিলে সকলে
মম উপহার তথা।

কথারম্ভ।

আদি মহীপতি 'মনু' মহামতি
* দেবতা রবির সুত,
ইক্ষ্বাকু নামক গুণী পুত্র তাঁর
মহাপরাক্রমযুত।

মনু-কন্যা 'ইলা' উজলিয়া ছিল
নিজ রূপেগুণে ঘর,
শশীর কুমার বুধ গুণাধার
হ'য়েছিলা তাঁর বর।

* মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ, এই ঋষি সাতজন ব্রহ্মার মানস-পুত্র। মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র রবি অর্থাৎ সূর্য্য, এবং অত্রির পুত্র চন্দ্র।

ইক্ষ্বাকু-সুতেরা সূর্য্য-বংশ বলি'
জগৎ মাঝারে খ্যাত,
চন্দ্রবংশ নামে পরিচিত তাঁরা
ইলা-গর্ভে যাঁরা জাত।

দিলীপ নামেতে * রাজা জনমিলা
রবি-কুলে বহু পরে,
তাঁর সুশাসনে রাজ্য মাঝে কেহ
কভু না কুকাজ করে।

সুদক্ষিণা নামে পাটরাণী তাঁর
গুণবতী ছিলা অতি,
কায়-মনঃ-প্রাণে পতির চরণ
পূজিতেন সদা সতী।

বহুদিনাবধি সুত না জন্মিলে
রাজা মনোদুখে র'ন,
বশিষ্ঠের পাশে রাণী সহ গিয়া
করিলা এ নিবেদন।—

"তব শুভাশীষে রাজ্য-মাঝে মোর
সমূহ কুশল রাজে,
তনয় অভাবে পেতেছি না প্রীতি,
গুরুদেব কোন কাজে।

* ইক্ষাকুর তিপান্ন পুরুষ পরে দিলীপ জন্ম গ্রহণ করেন।

রবিকুলে বুঝি জল-পিণ্ড দান
ঘটিবেনা আর পরে,
থাকি' অর্দ্ধাশনে শ্রাদ্ধে পিতৃগণ
* স্বধা আহরণ করে।
তর্পণের জল মিলিবে না ভাবি'
বিষাদে নিঃশ্বাস ত্যজি',
আমার অর্পিত জলাঞ্জলি তারা
পিতেছে বিষাদে মজি'।
তপস্যা ও দানে যে পুণ্য জনমে
পরলোকে সুখ হয়,
সুপুত্র স্বগুণে উভয় লোকেই
অতি সুখ প্রদানয়।
আশ্রমের তরু স্বহস্তে সেচিয়া
বন্ধ্য নিরখিলে কভু
ব্যথা পান যথা, মোরে হেরি' তথা
পেতেছেন কিনা প্রভু?
পিতৃঋণ-পাশ অসহ্য হ'য়েছে
সহিতে পারিনা আর,
এবে তাহা হ'তে মুক্ত হই যা'তে
বিধান করুন তার।"
ইহা শুনি' পরে ক্ষণকালতরে
মুনি ধ্যান-যোগে র'ন,
সুতজনমের ব্যাঘাত-কারণ
সবিশেষ জ্ঞাত হন।

* স্বধা—শ্রাদ্ধের উপকরণ।

কহিলা রাজারে "আগে একদিন
স্থররাজালয় হ'তে,
ধরণীতে তব ফিরিবার কালে
স্থরভী ছিলেন পথে।
স্থত-লাভ-তরে ব্রত ধরি' ঘরে
রহিয়াছে রাণী স্মরি'
বন্দনীয়া সেই গাভীরে না নমি'
এসেছিলে ত্বরা করি'।
শাপ দিলা গাভী "মোরে হেলা করি"
স্বালয়ে যেতেছ দ্রুত,
মম দুহিতার পূজা না করিলে
হবে না'ক তব স্থত।
মন্দাকিনী-জলে দিক্ হস্তিগণ
সেইকালে গরজয়,
তোমার অথবা তব সারথির
সে শাপ শ্রুত না হয়।
নন্দিনী নামিনী স্থরভী-তনয়া
আছে মোর তপোবনে,
রাণীসহ তার আরাধনা কর
ভকতি পূরিত মনে।
হ'য়ে স্থসংযত উভে হও রত
নন্দিনীরে সেবিবারে,
যে অবধি গাভী প্রীত নাহি হয়
সেবিতে থাকহ তারে।"

মুনির বচনে রাজারাণী তাঁয়
আরাধিতে হন রত,
তৃণাদি প্রদানি' সেবিতে লাগিলা
সযতনে অবিরত।
দংশ মশকাদি নিবারিয়া নৃপ
দেহে হাত বুলাইয়া,
পিছনে তাঁহার ফিরিতেন সদা
গমনে বাধা না দিয়া।
সকালে সন্ধ্যায় প্রতিদিন তাঁয়
রাণীও ভকতি ভরে,
কুসুম-চন্দনে পূজিতেন পদ
অতীব যতন ক'রে।
ত্রিসপ্তাহ-পরে * প্রীত হ'য়ে গাভী
ভূপে প্রদানিলে বর,
সুদক্ষিণোদরে জনমিল এক
সুত বহুগুণধর।
'রঘু' নাম তাঁর রাখিয়া নৃপতি
বহু বিদ্যা শিখাইলা,
যজ্ঞাশ্ব রক্ষিতে সে সুত স্ববলে
দেবরাজে পরাজিলা।

* "একুশ দিনের পরে গাভী রাজার ভক্তি পরীক্ষার জন্য বন-মধ্যে এক মায়াসিংহ সৃষ্টি করেন। সিংহ গাভীকে আক্রমণ করিলে রাজা দৈব শক্তিতে বাণ ক্ষেপণে অসমর্থ হইয়া সিংহকে নিজ শরীর দান করিয়া গাভীকে উদ্ধার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সচেষ্ট হন। গাভী তখন সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে এই বর দেন—তুমি সুদক্ষিণার গর্ভে অনন্ত কীর্ত্তি বিশিষ্ট সুপুত্র লাভ করিবে।"

বিশ্বজিৎ-নামে সুমহাযজ্ঞের
অনুষ্ঠান করি' নিজে,
বসন-ভূষণ- সহ যত ধন
বিতরলা দীনে দ্বিজে।
মাটীর বাসনে পান-ভোজনাদি
সমাপিয়া অবশেষে.
স্বীয় সুবিমল যশের আলোক
ছড়াইলা কত দেশে।
তনয়ানুরোধে না যাইয়া বনে
নিজালয়ে থাকি' তিনি,
যোগ সাধনায় লভিলা মুকতি
কামাদি রিপুরে জিনি'।
রঘুর তনয় 'অজ' মহামতি
ইন্দুমতী রাণী তাঁর,
প্রসবিলা এক মনোরম শিশু
শশিসম রূপ যাঁর।
দশদিকে রথ যেত বলি' তাঁর
নাম হ'ল দশরথ,
অতি সত্যপর ছিলেন ভূতলে
সকল বিষয়ে সৎ।

সিন্ধুবধ।

একদা ভূপতি মৃগয়ায় গিয়া
বসি' এক তরুমূলে,
সিন্ধু নামধারী মুনিবালকেরে
বাণেতে বধিলা ভু'লে।

তপস্যা করিত তমসার তীরে
অন্ধ পিতামাতা তার,
তাহাদের সেবা করিত সে সদা
হইয়া নিরবিকার।

জল আহরিতে কুম্ভ ল'য়ে হাতে
তা'তে জল ভরে যবে,
হস্তী ভাবি' নৃপ শব্দ-ভেদী বাণ,
তারে নিক্ষেপিলা তবে।

বাণের আঘাতে পড়িয়া ধরাতে
কহে সে কাতর স্বরে,—
"পিতা ও মাতার সেবা যে আমার
কে রোধিল চিরতরে ?
পিপাসা তাঁদের নিবারিতে আর
কেবা যোগাইবে জল ?
ক্ষুধা নিবারিবে কেবা সযতনে
আনিয়া বনের ফল ?"

কাতর ক্রন্দন করিয়া শ্রবণ
দশরথ ছুটি' যান,
কহিলা কাঁদিয়া "কি পাপ করিনু
কে করিবে মোরে ত্রাণ ?"
মুনি-সুত নৃপে বিষাদিত হেরি'
ভুলিয়া নিজের ক্লেশ,
প্রবোধ বচন বলিবার তরে
প্রয়াসিল সবিশেষ।
কহিল যতনে "কেঁদোনা রাজন্
সব নিয়তির ফল,
পিতার সকাশে ল'য়ে চল মোরে
মুখে দিয়া কিছু জল।
নয়ন-বিহীন মাতা পিতা মোর
নাহিক তাঁদের কেহ,
এই পথে চল শ্রীফলের বনে
দেখিতে পাইবে' গেহ।
তাহার বচন করিতে পালন
ভূপতি প্রয়াস পান,
কুকাজ আপন করিয়া স্মরণ
হইল ব্যথিত-প্রাণ।
শেলসহ তারে ল'য়ে গেলা পরে
অন্ধক মুনির পাশে,
নিজকৃত পাপ নিবেদি' কহিলা
"ক্ষমা কর প্রভু দাসে।"

দশরথ-মুখে অতি নিদারুণ
বচন সমূহ শুনি',
বনিতার সহ বহু বিলাপিয়া
কহিলা অন্ধক মুনি।—
"পুত্র-বক্ষ হ'তে শেলখানি নৃপ
করহ উদ্ধার দ্রুত,"
তখনি ভূপতি শেল উদ্ধারিলে
মরিল মুনির সুত।
নয়নের জল হাতে লয়ে' মুনি
পাশ দিলা নৃপবরে,
"আমাদের মত সুত-শোকে নৃপ
তুমিও মরিবে পরে।
চিতা সাজাইয়া দাও আমাদেরে
প্রবেশ করিব তায়,
সুত-শোকানল জ্বলিছে হৃদয়ে
আর যে সহা না যায়।"
দশরথ পরে সেই মুনিবরে
বিনয়ের ভরে ক'ন,
"অভিশাপ তব কপালে আমার
বর হ'ল তপোধন।"
ধ্যান করি' মুনি জানিলা তখন
ভবিষ্যৎ বিবরণ,
দশরথ-গৃহে আপনি আসিয়া
জনমিবে নারায়ণ।

"ঋষ্য-শৃঙ্গ নামে ঋষিরে আনিয়া
যজ্ঞ অনুষ্ঠিলে পর,
তনয় তোমার জনমিবে নৃপ"
কহিল সে মুনিবর।

স্মরি' নারায়ণে বনিতার সনে
অন্ধক ত্যজিলে প্রাণ,
মৃত-সৎকার সমাপিয়া রাজা
নিজ ঘরে ফিরি' যান।

দশরথের বশিষ্ঠাশ্রমে গমন।

মুনি হত্যা-দুখে অতি ম্লান মুখে
কাঁদিতে কাঁদিতে পরে,
প্রায়শ্চিত্ত-বিধি আনিতে ভূপতি
গেলা বশিষ্ঠের ঘরে।

তপস্যায় মুনি গিয়াছেন বলি'
বামদেব তাঁর সুত,
বহু বিবেচিয়া করিলা রাজারে
তিন রাম নামে পূত।

স্ব-গৃহে ফিরিয়া বশিষ্ঠ যখন
এ ঘটনা জ্ঞাত হন,
"চণ্ডাল হইবি রে অধম সুত"
ক্রোধে কন এ বচন।

"কোটি ব্রহ্ম হত্যা পাপ দূর হয়
এক রামনাম ফলে,
তিন রাম নাম বলাইলি ভূপে
কোন্ বিবেচনা বলে ?
গুহক চণ্ডাল নাম ধরি' তুই
শৃঙ্গবের পুরে র'বি,
শ্রীরাম চন্দ্রের পদ পরশিয়া
তবেত মুকত হবি।
রাম রূপ ধরি' জনমিবে হরি
রাজা দশরথ-গেহে,
মিতালি করিয়া * তাঁরে আলিঙ্গিয়া
পবিত্র করিবি দেহে"।

দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ।

বিভাণ্ডক-সুত ঋষ্য-শৃঙ্গ ঋষি
নর্ম্মদার তীরে রয়,
লোমপাদ রাজা † 'শান্তা' নামে সুতা
তার করে সমর্পয়।

* রামচন্দ্র গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় গুহক চণ্ডালের অত্যন্ত ভক্তি দেখিয়া তাহার সহিত মিত্রতা করেন।

† অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ দশরথের বন্ধু ছিলেন। দশরথের কন্যা শান্তাকে প্রতিপালন করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের সহ বিবাহ দেন। অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য লোমপাদ বিভাণ্ডকাশ্রম হইতে ইহাকে আনাইয়া ছিলেন।

তারে নিয়োজিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠিলে
অনাবৃষ্টি হয় দূর,
বাধা-বিঘ্ন নাশে ধন-ধান্য দেশে
জনমে যে পরচুর।
পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান-তরে
নিবেশিয়া নিজমতি,
সেই মুনিবরে আনিলা সাদরে
দশরথ নরপতি।
এ হেন সময়ে রাবণ-পীড়নে
দেবগণ ব্যাকুলিত,
ক্ষীরোদ-সাগরে শ্রীহরি-সকাশে
গিয়া হন উপনীত।
নিরখিলা তাঁরা অনন্ত শয্যায়
শায়িত কমলা পতি,
ফণি-ফণা-মণি- কিরণে তাঁহার
দেহ জ্যোতির্ম্ময় অতি।
শ্যাম-কটি-তটে সুপীত বসন
মেঘেতে বিজলী সম,
বিশাল-উরসে শ্রীবৎস-কৌস্তুভ
শোভিছে সুচারুতম।
শঙ্খ-চক্র আর গদা-পদ্ম তাঁর
কিবা শোভে চারি হাতে,
অতি রমণীয় কত আভরণ
বিরাজিত আছে তা'তে।

কমল-আসনে বসিয়া কমলা
* দুকূলে মেখলা ঢাকি',
কোমল করেতে করিছেন সেবা
কোলে পতি-পদ রাখি'।
নাগরাজ সহ চির বৈরিভাব
নিজে করি' পরিহার,
কৃতাঞ্জলি পুটে রয়েছে গরুড়
অদূরে বসিয়া তাঁর।
পড়িছেন বেদ নাভি পদ্মোপরি
বসিয়া চতুরানন,
সে দৃশ্য দেখিয়া দেবতা গণের
জুড়া'ল নয়ন-মন।
নিদ্রা-অবসানে দেবগণ পানে
চাহিলা যখন হরি,
স্তব আরম্ভিলা যতেক দেবতা
চরণে প্রণাম করি'।
"সৃজন পালন- নিধন কারণ
ওহে সুদর্শনধারি,
মনোবচনের অগোচর তুমি
তব লীলা বলিহারি।
কোন কালে কেহ করিতে পারেনা
তব রূপ নিরূপণ,
সদা জয়শীল অবিজিত তুমি
হে বিপদ্‌বিনাশন।

* দুকূল — পট্ট-বস্ত্র, মেখলা — চন্দ্রহার, কটিভূষণ

ব্যোম-স্বর্গ ভূমি ব্যাপিয়াছ তুমি
সমূহক্ষমতাধারি,
এ বিশ্বের আদি অনন্ত অনাদি
জগতের অন্তকারী।
আপনা হইতে জনমিয়া তুমি
আপনাতে হও লীন,
বেদ-নিগমাদি তোমা হ'তে জাত
কহে যত পরবীণ। *
আত্মারূপী হ'য়ে রয়েছ হৃদয়ে
কেহ না দেখিতে পায়,
পুরাণ, অজর মুনি-মনোহর
রূপে গুণে মহিমায়।
তুমি সূক্ষ্মতম স্থূল-অনুপম
ত্রিবিক্রম প্রেমাধার
অভ্রান্ত-স্বরূপ অতি অপরূপ
বহুরূপ নিরাকার।
ওহে অন্তর্যামি! অখিলের স্বামী
তব স্বামী কেহ নাই,
তুমি সব জ্ঞাত সবার অজ্ঞাত
বেদেতে শুনিতে পাই।
খগেশবাহন নাগেশশয়ন
হুতাশন তব মুখ,
কর্ম্ম অনুসারে জগত মাঝারে
দাও সবে সুখ দুখ।

* প্রবীণ—বিচক্ষণ, জ্ঞানী।

সাগরে যেমন মিশে নারায়ণ
নদীর প্রবাহ চয়,
জগতে তেমন সমূহ ধরম
তোমাতে মিলিত হয়।
চির নিরমল আকাশের জল
পড়ি' দেশে দেশে যথা
ধরে ভিন্নভাব, গুণ-ভেদে তুমি
ধর ভিন্নভাব তথা।
তব শ্রীচরণে, যারা সযতনে
সঁপে দেহ প্রাণ মন,
তুমিই তাদের যত বিপদের
কর হরি প্রশমন।
স্মরিলে তোমায় ভয় দূরে যায়
মুছে সমুদয় পাপ,
ইন্দ্রিয়াদি যত হয় সুসংযত
ঘুচে আধি-ব্যাধি তাপ।
যে যাহা তোমারে যাচে সকাতরে
তাই দাও সযতনে,
হে বিশ্ব-বিধাতা তব সম দাতা
হেরিনিক ত্রিভুবনে।
ধরমের গ্লানি হয় হে যখনি
অধর্ম্ম উন্নতি লভে,
স্বকীয় মায়ায় সৃজিয়া আত্মায়
তখনি ত এস ভবে।

সাধু পরিত্রাণে কলুষ-নাশনে
ধরম-রক্ষণ-তরে,
অজ, তবু তুমি জনমিয়া থাক
যুগে যুগে ধরা'পরে।
দুরন্ত রাবণ করিছে পীড়ন
সহিতে পারি না আর,
এবে কৃপা ক'রে তারে নাশিবারে
হও প্রভু অবতার।
এ সব বচন শুনি নারায়ণ
কহিলেন দেবগণে,
দাশরথি রূপে জনমিয়া আমি
নাশিব সে দশাননে।
যজ্ঞ-ভাগ পুনঃ পাইবে তোমরা
হরষে আগের মত,
গ্রাসিতে সে সব না পারিবে আর
মায়াবী রাক্ষস যত।
সুরাঙ্গনাদের নয়নের জল।
অচিরে হইবে দূর,
সাধুজন চয় হবে নিরভয়
প্রাতি পাবে পরচুর।
অনাবৃষ্টি-সম- রাবণ পীড়িত
শস্য-সম দেবোপরি,
বর্ষি' বাক্যামৃত হন তিরোহিত
নবঘনসম হরি।

মধুসূদনের অনুগামী হ'য়ে
দেবতারা দলে দলে,
বানরাদিরূপে লইলা জনম
আসিয়া ধরণী-তলে।

রামচন্দ্রাদির জন্ম ও বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দশরথ-গৃহে
যজ্ঞ সমাপিলে পর,
স্থবির বয়সে লভিলা ভূপতি
চারিসুত মনোহর।
কৌশল্যা নামিনী তাঁর বড় রাণী
শ্রীরামে প্রসব করে,
যাঁহার সদৃশ পিতৃ-ভক্ত সুত
অতিকম ধরা'পরে।
কৈকেয়ী-জঠরে জনমে ভরত
পঙ্কে পঙ্কজের সম,
লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন সুমিত্রা-উদরে
ক্ষীরোদে অমৃতোপম।
চারিপুত্র পেয়ে রাজা দশরথ
সদা হরষিত প্রাণ
যজ্ঞ-রক্ষাতরে রাম লক্ষ্মণেরে
বিশ্বামিত্র ল'য়ে যান।

বলা-অতিবলা বিদ্যা শিখাইয়া
মুনি তাঁহাদেরে পথে,
সে বিদ্যা-প্রভাবে ক্ষুধাদি ঘটেনা
বল বাড়ে বিধিমতে।
তাড়কায় ভার সুবাহুরে বধি'
মারীচে তাড়া'য়ে পরে,
বিশ্বামিত্রাশ্রমে শ্রীরাম লক্ষ্মণ
যজ্ঞ রক্ষিলেন জোরে।
রাজর্ষি জনক যজ্ঞে ক'রেছিলা
বিশ্বামিত্রে আবাহন,
তাই মুনি এবে তাঁর যজ্ঞে যেতে
করিলেন আয়োজন।
"হর-ধনু আছে জনক রাজার
আলয়েতে মিথিলায়,
যে ভাঙ্গিবে তাহা সীতা নামে সুতা
রাজা প্রদানিবে তায়।"
বিশ্বামিত্র-মুখে একথা শুনিয়া
রাম কুতূহলী হ'য়ে,
তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলা
রাজর্ষি জনকালয়ে।

রামচন্দ্রের মিথিলায় গমন ও হরধনুর্ভঙ্গ।

সানুজ রামেরে ল'য়ে মুনিবর
মিথিলাভিমুখে যান,
রামের শ্রীপদ পরশনে পথে
* অহল্যা লভিল প্রাণ।

মিথিলায় তাঁরা হ'লে উপনীত
রাজা জনকের ঘরে,
অভ্যর্থনা-আদি করিলা ভূপতি
অতিশয় সমাদরে।

যজ্ঞশেষে মুনি কহিলা জনকে
শ্রীরামের অভিলাষ,
"ধনুক দেখা'য়ে রাজর্ষি ইহার
মিটা'তে হইবে আশ।"

প্রথিত বংশজ শিশু শ্রীরামের
হেরি' রমণীয় রূপ,
"ধনুকের পণ কেন ক'রেছিনু"
বিষাদে ভাবিলা ভূপ।

---

* গৌতম ঋষির পত্নী অহল্যা কোন অপরাধের জন্য পতির শাপে পাষাণী হইয়া আশ্রমে পড়িয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে পুনরায় পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইয়া জীবিত হয়।
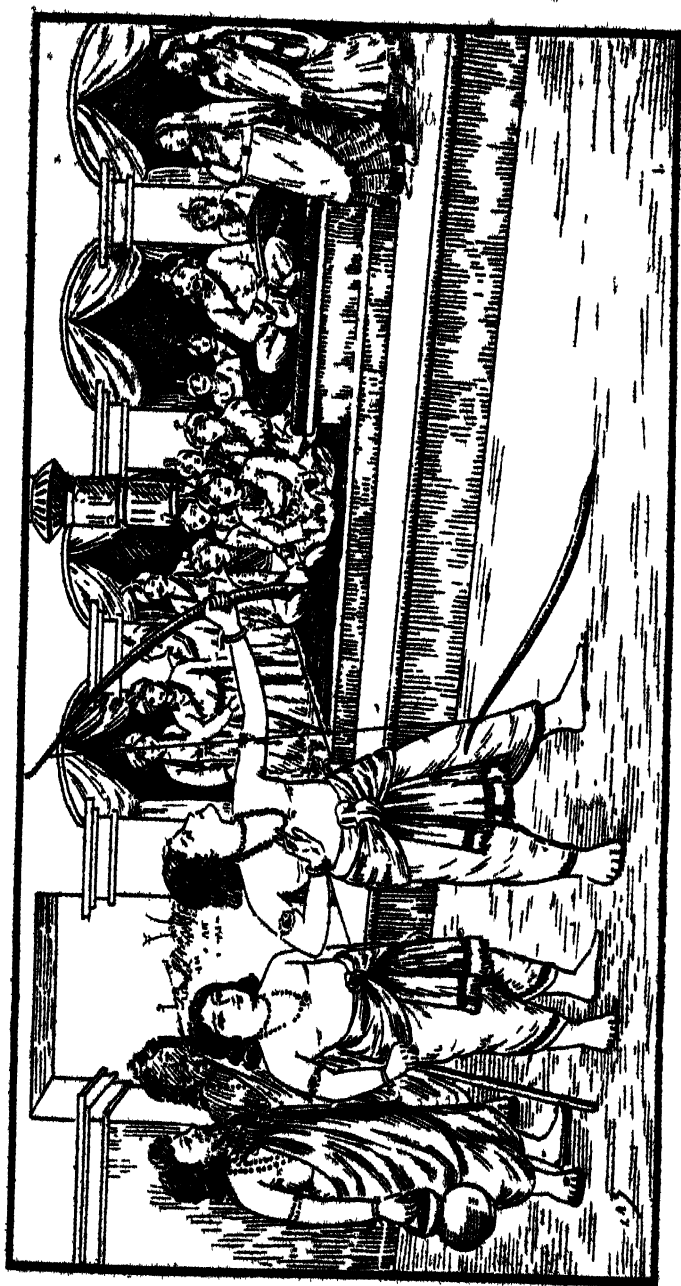
হরধনু ভঙ্গ — ২০—পৃষ্ঠা।

কহিলা মুনিরে "করি-শাবকেরে
কেমনে যোজিব তায়,
করিবরগণ বহু প্রয়াসেও
নাড়িতে পারেনা যায়।
বহু নৃপবর সে ধনুর পাশে
সলজ্জ হইয়া পরে,
নিজ ভুজ-যুগে প্রদানি' ধিক্কার
ফিরিয়া গিয়াছে ঘরে।"
সন্দেহে এখন কাজ কি রাজন্
বিশ্বামিত্র নিবেদিলা,
মুনির বচন মানি' মিথিলেশ
ধনুখানি দেখাইলা।
গুণ পরাইয়া সে ধনু ভাঙ্গিয়া
সীতারে লভিলা রাম,
ঊর্ম্মিলা দেবীরে করিলা বিবাহ
শ্রীলক্ষ্মণ গুণ-ধাম।
ভরত-বিবাহ জনক-ভ্রাতৃজা
মাণ্ডবীর সহ হয়,
শ্রুতকীর্ত্তিসহ শত্রুঘ্ন দেবের
হ'ল শুভ পরিণয়।
কতিপয় দিন থাকি' মিথিলায়
স্বজন-গণের সনে,
অযোধ্যায় পুনঃ ফিরিতেছিলেন
রামচন্দ্র প্রীতমনে।

পথের মাঝারে আসি' ভৃগুরাম
তাঁরে আক্রমিলে পর,
আপনার জোরে দর্পচূর্ণ তাঁর
করিলেন রঘুবর।
বধূগণ সহ তনয় সমূহ
আগত হইলে ঘরে,
রাজরাণী যত শুভাশীষ কত
করিলা পুলক ভরে।

রামের রাজ্যাভিষেক ও কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা।

রামের ব্যভারে তুষ্ট হ'লে অতি
অযোধ্যার প্রজাসবে,
যুবরাজ-পদে বসাইতে তাঁয়
আয়োজিলা রাজা তবে।
রাম-অভিষেক শুনি' কৈকেয়ীরে
কহিল মন্থরা দাসী,
"পুত্রে রাজ্য দাও রামচন্দ্রে কর
চৌদ্দবর্ষ বনবাসী।"
দাসী-বাক্য শুনি' হইয়া মানিনী
রাণী পড়ে ধরাসনে,
কিছুক্ষণ-পরে রাজা আসি' তারে
কহিলেন সযতনে।—

"যা চাহিবে তুমি তাই দিব আমি
কেন কর অভিমান ?"
রাণী বলে—"মোরে পূর্ব্ব-অঙ্গীকৃত
দু'টী বর কর দান।
আজি একবরে চৌদ্দবর্ষ তরে
রামেরে পাঠাও বন,
অপর বরেতে আমার ভরতে
দাও নৃপ রাজাসন।
রাজকীয় ধন করি' বরজন
শ্রীরাম থাকুক বনে,
বহুগুণাধার ভরত আমার
বসুক সিংহাসনে।"
রাজা তাহা শুনে' পড়িলেন ভূমে
হইয়া মরমাহত,
অন্যবর ল'তে কাতর ভাবেতে
অনুরোধিলেন কত।
কিছুতেই তার ফিরিল না মন
কহিল সে রূঢ়ভাষে,
"এই দুই বর ব্যতীত কিছুই
চাহিনা তোমার পাশে।
এ যদি এখন না দাও রাজন্
রবনাক আমি ঘরে,
অধার্ম্মিক অতি রঘুকুল-পতি
প্রচারিব চরাচরে।"

সেকথা শ্রবণে রাজার নয়নে
অবিরল জল ঝরে,
কিরূপে কামনা করিব পূরণ
রাণী ত ভাবনা করে।
কিছুক্ষণ-পরে ডাকিয়া রামেরে
সকলি তাঁহারে কয়,
সেই কথা শুনে' শ্রীরামের মনে
কোন ক্লেশ নাহি হয়।
কহিলা শ্রীরাম করিয়া প্রণাম
জনক-জননী-পদে,
"জনকের সেবা করিও জননি
র'ন যেন নিরাপদে।
পিতৃ-সত্য আমি করিব পালন
তার চেয়ে নাই সুখ,
ভরত বসিবে রাজ-সিংহাসনে
তাহাতে না ভাবি দুখ।
পিতৃ-অঙ্গীকার পালনে আমার
জনম সফল হবে,
ভরতের সুখ শুনি' মাগো মোর
কোন দুখ নাহি রবে।
ভরত আমার জীবন-সদৃশ
কখন ত পর নয়,
তার সুখে মাতঃ দুঃখী হব নাত
সুখী হব অতিশয়।

বিমাতৃ-তনয় পর সেত নয়
অভিন্ন হৃদয় সম,
সে লভিলে সুখ বিন্দুমাত্র দুখ
হবেনা জননী মম।”

কৌশল্যার নিকট রামের বিদায় প্রার্থনা।

রাম তার পরে নিজ মা’র ঘরে
গিয়া নিবেদিলে তাঁয়,
রাণী ক’ন হায় “কি শুনালি মায়
পরাণে না সহা যায়।
রাজা হবি তুই দেব-পূজা তাই
করিতেছি প্রীত মনে,
বজ্রাঘাত-সম কি কথা শুনালি
এখনি যাইবি বনে।
সুধা-মাখা-স্বরে মা বলিয়া মোরে
কে ডাকিবে চাঁদ-মুখে ?
কেমন করিয়া যাবিরে চলিয়া
অভাগীরে ফেলি’ দুখে ?
পিতৃ-অঙ্গীকার পালনের চেয়ে
জননী কি হীন অতি ?
শোকের সাগরে ভাসা’তে আমারে
তাই দিয়াছিস্ মতি।

কত দেবতার পূজেছি চরণ
যে ধনে পাবার তরে,
সে অমূল্য ধনে পাঠাইয়া বনে
কেমনে থাকিব ঘরে ?
রাজ্য-ধন-জন নাহি প্রয়োজন
চাহিনাক রাজবাড়ী,
গরীবের ভাবে রহিব কুটীরে
দিবনাক তোরে ছাড়ি'।
ভিক্ষায় জীবন করিব ধারণ
তোরে লয়ে গুণ-নিধি,
জানিনা কি পাপে হেন মনস্তাপে
কাঁদাইছে মোরে বিধি।
কভু কারো ধন করিনি হরণ
কোন ক্লেশ দিনি মনে,
তবে কোন্ দোষে বিধাতা সরোষে
পাঠাইবে তোরে বনে ?
কিছুতে বিদায় দিব না বাছনি
কাননে যাইতে তোরে,
তবু যদি তোর যাইতে বাসনা
আগে বধ কর্ মোরে।"
ভকতির ভরে রাম যোড় করে
কহিলা তখন তায়,
"জনকের সত্য পালনে জননী !
দিওনাক বাধা হায়।

সহস্রসংখ্যক অশ্বমেধ হ'তে
সত্য শ্রেষ্ঠতর ভবে,
হেন সত্যধনে পালে প্রাণ-পণে
সদা সুধী-সাধু সবে।
যেই সত্যে পিতা র'য়েছেন বাঁধা
বিমাতা কৈকেয়ী-পাশে,
সেই সত্য হ'তে তাঁরে উদ্ধারিতে
অনুমতি কর দাসে।
সত্য-পরায়ণ পিতার সুযশ
বাড়াও যতন করি'
চরিত্রে তাঁহার কলঙ্ক-কালিমা
লেপিওনা পদে ধরি।
জগৎ-মাঝারে জননি গো তব
স্নেহের তুলনা নাই,
এ আশীষ কর পিতৃ-সত্য পালি'
মনে যেন প্রীতি পাই।
বনে যাব ব'লে কেন মা কাঁদিয়া
হও এত ম্রিয়মাণ?
তব শুভাশীষ বিপদে আমায়
সতত করিবে ত্রাণ।
সুমাতা কখনো স্নেহ-ভরে সুতে
স্বেচ্ছাচারী করেনি ত,
পিতার বশেতে থাকিলে তনয়
হ'য়ে থাকে অতি প্রীত।

"সত্য কথা কবে ন্যায়-পথে রবে
কারেও না দিবে ফাঁকি,"
এ হেন কতই উপদেশ মম
হৃদয়ে দিয়াছ আঁকি'
পিতার আদেশ মানিয়া চলিতে
বলিয়াছ বহুবার,
স্নেহ-মোহ-বশে নিবারিয়া দাসে
অন্যথা ক'রোনা তার।
দেব-সম জ্ঞানে পূজ যে রাজনে
হইয়া মহতী রাণী,
তুমিও যেমন পূজনীয় মম
তিনিও তেমন জানি।
তাঁর অঙ্গীকার পালনেতে বাধা
দে'ওয়া কি উচিত তব ?
স্থির করি' মন কর নিরূপণ
আর কি চরণে কব।
রাজ্য ত্যজি' যদি কুটীরেতে রই
না করি গমন বনে,
পিতৃ-অঙ্গীকার হবে কি পালন
ভেবে দেখ দেখি মনে ?
পিতৃ-সত্য মাতঃ ভাঙ্গিতে এ সুত
পারিবে না কদাচন,
তাঁরে কলুষিত করিতে দাসের
কখনো নাহিক মন।

যাঁর দেহ হ'তে শরীর-জীবন
ল'ভেছি জননি ভবে,
অপ্রিয় তাঁহার সাধিয়া আমার
জীবন নাহিক রবে।
সুপ্রতি পালন অতি প্রিয়কারী
উপদেশ দাতা, প্রভু,
ধরাতলে পিতা সাক্ষাৎ দেবতা
অপূজ্য নহেন কভু।
পিতাই স্বরগ পিতাই ধরম
পিতাই পরম তপ,
পিতা প্রীত হ'লে অতি প্রীত হন
জগতে দেবতা সব।
বিদ্যা-ধন-মদে প্রমত্ত হইয়া
পিতৃ-হেলা করে যেই
মরণের পরে নরক মাঝারে
গমন করয়ে সেই।
এ নীতি বচন জানে যেইজন
অবাধ্য হ'তে সে নারে,
পিতারে তুষিতে হরষিত চিতে
সকলি ত্যজিতে পারে।
জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া
মনে ক্লেশ দিব তাঁর।
ত্রিভুবন-মাঝে যাঁহার সদৃশ
দেবতা নাহিক আর।

সত্য হ'তে পিতা মুক্ত হন যদি
আমি বনে গেলে মাতঃ
হরষিত মনে যাইব কাননে
কভু ঘরে রব নাত।
সাগরে ডুবিতে পারিগো জননি
জনকের প্রিয় কাজে,
গরল ভীষণ করিতে অশন
পশিতে অনল-মাঝে।
কাননে গমন নহেক তেমন
কেন মা রোদন কর,
করুণা করিয়া অনুমতি দিয়া
হৃদয়ে ধৈরয ধর।
হেন মহাকাজ সাধিতে আমারে
করিওনা নিবারণ,
করমা আশীষ ঘরে ফিরি' যেন
হেরি তব শ্রীচরণ।
পিতা যে আমার মহাগুরু মাতঃ
তোমারোত গুরু তিনি,
তাঁর পাশে আমি ঋণে বাঁধা আছি
তুমিও র'য়েছ ঋণী।
সেবা করি' তাঁর শুধিবে সে ঋণ
সদা প্রিয় কাজ সাধি',
সত্য হ'তে তাঁয় চ্যুত করি' হায়
হয়োনা ধরমে বাদী।

ধরম-করমে সহায়তা তাঁর
করিয়াছ চিরদিন,
সত্য-ভ্রষ্ট করি' কেমনে তাঁহারে
করিবে ধরম-হীন ?
পতির সদৃশ পূজনীয় নাই
ত্রিভুবনে রমণীর,
পতি-সেবা বিনা দেব-আরাধনা
বিফল জানিও স্থির।
দেবতারো পদে না প্রণমি' নারী
যদি পতি-পদ সেবে
সুফল প্রদান করে তায় সদা
প্রীত হ'য়ে যত দেবে।
হেন দেবাধিক পতি-পদ সেবি'
লভ সদা শুভ ফল,
তা' হলে যতেক দেবতা মোরেও
প্রদানিবে সুকুশল।
এ নীতি বচন জানিয়া জননি !
ভুলিতেছ কি কারণ ?
স্নেহের বশেতে কখনো কুপথে
চলেনা সুমতিগণ।
কৌশল্যা তখন মুছিয়া নয়ন
আশীষিয়া বারে বারে,
বিদায় দানিলে, সীতাসনে রাম
যান দেখা করি বারে।

রামচন্দ্রের সীতাসম্ভাষণ।

সমীপে তাঁহার করি' আগমন
কহিলেন সযতনে,
"পিতৃ-অঙ্গীকার করিতে পালন
যাব সীতে আমি বনে।

চৌদ্দবর্ষ-তরে রামে দাও বনে
রাজা কর ভরতেরে,
কৈকেয়ী জননী এ বর যাচিলা
আজি মম জনকেরে।

সে কারণে আমি চৌদ্দবর্ষ-তরে
কাননে যাইব সীতা,
করিয়া যতন সেবিও চরণ
রহিলেন মাতা-পিতা।"

নিন্দা বা নিষেধ না করিয়া সীতা
কহিতে লাগিলা রামে,
"তবসহ আমি বনে যাব প্রভু
রবনাক রাজধামে।"

পুনঃ রাম ক'ন "ক্লেশ কর বন
তাই করি নিবারণ,
রোদে জলে শীতে থাকিতে গো সীতে
পারিবে না কদাচন।

কোমল শরীরে বনবাস ক্লেশ
সহিতে নারিবে তুমি,
হিংস্র জীবে ভরা কাঁটা গাছে ঘেরা
সুকঠোর বনভূমি।
পবন-চালিত ধূলিতে তোমার
আবৃত হইবে দেহ,
সহিবে কেমনে? যেওনা কাননে
ত্যজিয়া এ রাজগেহ।
ক্ষুধার সময় সুখাদ্য পাবে না
কেবলি বনের ফল,
এখানের মত নহে সুবাসিত
সেখানে ঝরণাজল।
পরম যতনে লালিতা-পালিতা
তুমি শিশুবেলা হ'তে,
বন-ভূমি কভু তব উপযোগী
নহে প্রিয়ে কোন মতে।
এরূপে শ্রীরাম বুঝাইলা কত,
সীতা বলিলেন তবু,
"তব সনে আমি কাননে যাইব
ক্ষমা কর মোরে প্রভু!"
সজল নয়নে কাতর বচনে
পুনঃ কন সবিশেষ,—
গেলে তব সনে প্রভু গো কাননে
রবে নাক দুখ-লেশ।

তুমি যাবে বন এ রাজ-ভবন
বিষময় মনে হবে,
তব শ্রীচরণ না হেরি' জীবন
মম দেহে নাহি রবে।
তুমি রবে দুখে আমি রব সুখে
কেমনে ভাবিলে মনে ?
দুঃখ-ভাগ লব অতি সুখী হব
তব সহ গিয়া বনে।
কায়-মনঃ প্রাণে পতির সেবা ত
নারীর ধরম জানি,
সে ধরম হ'তে মোরে নিবারিতে
কয়োনা কঠোর বাণী।
কহিছ আমারে তুমি বারে বারে
ক্লেশকর বন-ভূমি,
কোন ক্লেশ আর হবে না আমার
পাশে রও যদি তুমি।
পবন-চালিত ধূলিতে শরীর
আবৃত হইলে মম
সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত ভাবি'
প্রীত হব প্রিয়তম।
সুখাদ্য-পানীয় যাচিয়া তোমারে
যাতনা না দিব কভু,
ভোজনের তরে যাহা দিবে মোরে
সাদরে গ্রহিব প্রভু।

বিজন কাননে ভোজন কারণে
কোন ক্লেশ হবে না ত,
তোমার প্রসাদ ফলে সুধা ভাবি'
ক্ষুধা নিবারিব নাথ।
ঝরণার জল সুবাসিত ভাবি'
হরষে করিব পান,
তব সুমধুর বচন শ্রবণে
পুলকে পূরিবে প্রাণ।
তোমার সহিত যদি প্রাণাধিক !
কাননে ভ্রমিতে পাই,
কঠোর ভূমিও কোমল ভাবিব
কোন ক্লেশ হবে নাই।
তোমা ব্যতিরেকে* রাজপুরে বাস
হবে নরকের সম,
তোমার সহিত বন-বাসে হবে
স্বরগের সুখ মম।
পতি বিনা স্ত্রীর গতি নাহি আর
শুনেছি পিতার মুখে,
সতী রমণীরা পতিসহ সদা
থাকে সুখে কিবা দুখে।

---

* যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা।

(অযোধ্যা কাণ্ডম্)

ভ্রমি' তীর্থ চয়ে ব্রতাদি পালিয়ে
যে ফল কভু না ল'ভে
পতি-পাদোদক সেবি' প্রতিদিন
রমণীরা তাহা লভে।
তব সনে থাকি' পাদোদক সেবি'
লভিব সে মহাফল,
রেখে যেতে ঘরে হে প্রিয় আমারে
করিও না হেন ছল।
শিশুকাল হ'তে জ্ঞাত আছি তব
শকতির পরিচয়,
থাকি' তব সনে, এ দাসীর মনে
হবে না কখনো ভয়।
সাবিত্রী দেবীও বিজন-কাননে
গিয়াছিলা পতি-সহ,
তবে প্রাণনাথ মোরে নিবারিতে
কেন এত কথা কহ।
ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্রত শিখায়েছ যত
সকলি প্রকৃত হয়,
রমণীগণের স্বামি-সেবনের
কোটি অংশ কভু নয়।
দয়া ক'রে পতি দাও অনুমতি
তব সনে যেতে বনে,
নিদয় হইয়া নিষেধ করিয়া
দিওনাক ব্যথা মনে।

কাননে যাইয়া চরণ সেবিয়া
থাকিব পরম সুখে,
বাধা দিয়া তায় ফেলোনা সীতায়
মরমদাহক দুখে।
চরণে ধরিয়া মিনতি করিয়া
কহিতেছি বার বার,
তব এ দাসীর মরমে বেদনা
দিও নাক নাথ আর।
যদি প্রভু মোরে রেখে যাও ঘরে
ত্যজিব নিশ্চয় প্রাণ,
সলিলে অথবা অনলে পশিব
করিব গরল পান।"
এ সব বচন করিয়া শ্রবণ
বুঝিয়া সীতার মন,
শ্রীরাম তাঁহারে সাথে লইবারে
হরষেতে রাজী হন।
অতি অনুগত অনুজ লক্ষ্মণ
ছিলা তথা উপনীত,
কহিলা সরোষে শুনিয়া সকল
হয়ে অতি বিষাদিত।
দাদারে যে জন পাঠাইবে বন
করিব তাহারে নাশ,
সেবক লক্ষ্মণ রবে যতক্ষণ
পূরিবে না তার আশ।

বিমাতৃ-বচনে অন্যায়েতে পিতা
নিবেশিলা নিজ মন,
এ হেন পিতার আদেশ পালিতে
যেয়োনাক দাদা বন।
পিতা মাতা আদি মানিবনা আমি
তুমি যাও যদি বনে,
রাজ্য-অপহারী রিপুরে তোমার
নাশিব স্বজন সনে।
লক্ষ্মণের ক্রোধ নিরখিয়া রাম
কহিলেন স্নেহে তাঁরে
"মোরে ভালবাসি' হিতাহিত জ্ঞান
ভুলিলে কি একেবারে ?
পিতা মাতা প্রতি কুপিত হ'তেছ
কেন ভাই ! অকারণ,
তাঁদের ব্যভারে বিন্দুমাত্র দোষ
দেখি নাক কদাচন।
সত্য-পরায়ণ পিতা যে মোদের
স্নেহশীল অতিশয়,
বনবাস মোর শুনি' তাঁর চোখে
বেগে জলধারা বয়।
সত্য হ'তে যিনি না হন বিমুখ
কখনো ধরণী-তলে,
হেন সত্যপর পিতারে ল'ভেছি
বহু তপস্যার ফলে।

কৈকেয়ী জননী রিপু ন'ন মোর
অতিশয় স্নেহশীলা,
জনকের প্রতি দেখা'তে ভকতি
আমারে সুযোগ দিলা।
কভু কারো দোষ দেখেনা সুজন
গুণ হেরে অবিরত
দেখিছনা কেন বিমাতার কাজে
সুগুণ বিরাজে কত।
একাজ সাধিলে পিতার সুযশ
চির সমুজ্জ্বল রবে
শ্রদ্ধা অতিশয় করিবে মোরেও
জগদ্‌ বাসীরা সবে।"
রামের বচন শুনিয়া লক্ষ্মণ
স্থির করি নিজ মতি,
ত্যজিলেন রোষ নিজ পিতা আর
কেকয়ী মায়ের প্রতি।
বলিলেন রামে "তব সহ বনে
দাদাগো আমিও যাব
করুণা করিয়া অনুমতি দিলে
অতিশয় প্রীতি পাব।
ত্যজিয়া তোমারে সুরপুরে বাস
কভু না কামনা করি
চির-দাসে বনে ল'য়ে চল সনে
তব শ্রীচরণে ধরি।"

রাম তাঁরে কন "কয়োনা এমন
ঘরে থাক তুমি ভাই,
পিতাও মাতারে সেবিতে সাদরে
তোমা সম কেহ নাই।
ভকতির সহ সেবিয়া থাকে যে
পিতা ও মাতার পদ,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম সুযশ লভে সে
হ'য়ে সদা নিরাপদ।
পিতার সত্যই বিজন কাননে
লয়ে যাবে আজি মোরে
তুমিই তাঁদের শান্তি দাও প্রাণে
সেবিয়া ভকতি ভরে।
আমারে না হেরি, জনক-জননী
অতি শোকাতুর হ'লে,
শোক নিবারিতে পাইও প্রয়াস
প্রবোধের কথা ব'লে।
এরূপ করিলে তোমার উপরে
প্রীত হব অতিশয়,
তাতেই পাইব আমাতে তোমার
ভকতির পরিচয়।"
একথা লক্ষ্মণ করিয়া শ্রবণ
কহিলেন সবিনয়ে,
"এ দাসে ত্যজিয়া কাননে গমন
কিছুতে উচিত নহে।"

বিবিধ প্রকারে বুঝাইতে রাম
প্রয়াসিলা পুনরায়,
সে সব শ্রবণে বিরস বদনে
কহিলা লক্ষ্মণ তাঁয়।—
* "স্থবির পিতার কৌশল্যা মাতার
সেবার ত্রুটি না হবে,
সুমিত্রা জননী উরমিলা প্রিয়া
তাতে নিয়োজিত রবে।
তুমিই আমার ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু
পিতার সদৃশ মানী,
সর্ব্বতীর্থ-ফল তব শ্রীচরণে
সদা বিরাজিত জানি।
তব সনে গিয়া লভিব সে ফল
সদা শ্রীচরণ সেবি'
তোমা হ'তে বড় ভাবিনা জগতে
আর কোন দেব-দেবী।
পদ-সেবা হেতু তব চির দাস
কাননে না যেতে পেলে,
জানিবে নিশ্চয় ত্যজিবে জীবন
হুতাশনে দেহ ঢেলে।"
অচলা ভকতি হেরি' সীতাপতি
দিলা অনুমতি তাঁয়,
সুমিত্রা-নন্দন হইলা তখন
পুলক-মগন-কায়।

---

* স্থবির—বৃদ্ধ;

সুমিত্রার নিকট লক্ষ্মণের বিদায়-প্রার্থনা।

বিদায় লইতে সুমিত্রার পাশে
গেলা পরে শ্রীলক্ষ্মণ,
না নিষেধি' রাণী সজল নয়নে
আশীষিলা বিলক্ষণ।

"অগ্রজাত ভ্রাতা পিতার সদৃশ
পূজনীয় ধরাতলে,
এ আশীষ ক'রি' তাঁর সেবা করি'
লভ যশ কুতূহলে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-জায়া জননীর সম
মনে রেখো মতিমান্,
তাঁহারে সেবিলে পুলকিত হবে
তব জননীর প্রাণ।

দশরথ সম * ভাবিও রামেরে
সীতারে আমার সম,
অযোধ্যা-সদৃশ ভাবিও কানন
সুখে যাও সুত মম।

মা'র পদ-ধূলি লইয়া লক্ষ্মণ
যান উর্ম্মিলার পাশে,
কহিলা যতনে "দাও প্রিয়তমে
বিদায় রামের দাসে।"

---

* রামং দশরথং বিদ্ধি বিদ্ধিমাং জনকাত্মজাং
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছতাত যথাসুখং।

উর্ম্মিলাও তাঁয় নীরবে বিদায়
দিলা ভ্রাতৃ-সেবাতরে,
পতির বিরহ বিষম যাতনা
বুকে চাপি' রন ঘরে।
পতির ঈপ্সিত সুকরমে বাধা
দিতে না চাহিলা সতী,
নাহি নিবেদিলা মরম-বেদনা
পতি-পদে এক রতি।
আত্ম সুখ হেন ত্যজিতে কখনো
পারেনিক কোন নারী,
গুরুজন গণে সেবিতে লাগিলা
মুছিয়া নয়ন-বারি।

রামচন্দ্রের বনগমনোদ্যোগ।

বনে যেতে সমুদ্যত হইয়া শ্রীরাম,
চলিলা পিতার পদে করিতে প্রণাম।
সীতা ও লক্ষ্মণ আসিয়াছে তাঁর সনে,
একথা সুমন্ত্র গিয়া জানায় রাজনে।
তখনি সুমন্ত্রে রাজা করিলা আদেশ,
মম ভার্য্যাগণে হেথা কর সমাবেশ।
আমার বনিতা যত অন্তঃপুরে রয়, *
রামেরে হেরুক সবে বিদায় সময়।

* দশরথের সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে সাতশত রাণী ছিল।

সুমন্ত্র মহিষীগণে আনিলে তথায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে তারা ঘিরে কৌশল্যায়
সুমন্ত্রেরে মহারাজ বলিলা এবার,
“শ্রীরামে আনহ তুমি নিকটে আমার।”
রাম সীতা লক্ষ্মণেরে লইয়া তখন,
সুমন্ত্র সত্বর সেথা করিল গমন।
রামে হেরি’ দ্রুত রাজা হ’য়ে অগ্রসর,
পড়িলা মূর্চ্ছিত হ’য়ে ধরণী-উপর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা করিয়া যতন,
শুশ্রূষা করিলে, তিনি হন সচেতন।
কৃতাঞ্জলি পুটে রাম কহিলা তাঁহায়,
“বনবাসে যাব ব’লে এসেছি হেথায়।
অনুমতি দেন পিতঃ করুণা করিয়া,
তব সত্য পালি’ মোর তুষ্ট হোক্ হিয়া।
সীতা ও লক্ষ্মণে বহু করিনু বারণ,
তবু এরা মম সঙ্গে যেতে চায় বন।
চরণের ধূলি সহ দেন অনুমতি,
তিনজন বনবাসে যাই দ্রুতগতি।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা কহিলা তখন
পিতা হ’য়ে করিয়াছি শত্রু-আচরণ।
কৈকেয়ীরে বর দিয়া হ’য়েছি মোহিত,
রাজা হও এবে মোরে করি’ নিগৃহীত।
শ্রীরাম কহিলা তাঁরে বিনীত বচনে,
আপনারে মিথ্যাবাদী করিব কেমনে।

যে সত্যে আছেন বাঁধা বিমাতার পাশে,
রক্ষা হবে তাহা, আমি গেলে বনবাসে।
আপনার সত্যভঙ্গ করিতে নারিব,
আনন্দিত মনে আজি কাননে যাইব।
আশীষ করুন যেন প্রতিজ্ঞা পালিয়া,
চৌদ্দবর্ষ পরে আসি' এখানে ফিরিয়া।"
অন্যমত করাইতে নারিয়া নৃপতি,
অবশেষে বনে যেতে দিলা অনুমতি।
কিছুতেই টলিলনা শ্রীরামের মন,
তাই রাজা সুমন্ত্রেরে সম্বোধিয়া ক'ন।
"সৈন্য ও বণিক্‌গণ যা'ক্ রাম-সনে,
ধনধান্য যত আছে পাঠাও কাননে।"
কৈকেয়ী একথা শুনি' মনে ভয় পায়,
ম্লান মুখে ভূপতির সম্মুখে দাঁড়ায়।
কহিতে লাগিল দুখে দশরথ ভূপে,
"ধনরত্নচয় রামে দিতেছ কিরূপে ?
বনবাসী যোগিবেশে কাননে ভ্রময়,
বিলাসের দ্রব্য তার কভু যোগ্য নয়।
রামেরে যাইতে হবে যোগিবেশে বন,
ফল মূলাহারে যেন যাপয়ে জীবন।
ধন ধান্য বসনাদি যা কিছু তোমার,
তাহাতে ত ভরতের পূর্ণ অধিকার।
রামে প্রদানিতে চাও ভরতের ধন,
বুঝিতে পারিনু তব ভাল নহে মন।

সব ধন রামে যদি দিবে মহারাজ,
শূন্য রাজ্যে ভরতের হবে বা কি কাজ।"
শ্রীরাম কহিলা ইহা করিয়া শ্রবণ
বনস্থের ধন রত্নে কিবা প্রয়োজন ?
বাকল পরিয়া মাতঃ হাতে দণ্ড ল'ব,
জানকী লক্ষ্মণ সহ বনে গিয়া র'ব।"
একথা শুনিয়া রাণী হাসিতে হাসিতে,
তিনটী বাকল সেথা আনিল ত্বরিতে।
কহিতে লাগিল রামে অতি হর্ষভরে,
"এসকল রেখেছিনু তোমাদেরি তরে।
বনে যাইবার কালে নাহি পাও যদি,
মরমে রহিয়া যাবে ক্ষোভ নিরবধি।
তাই গত রজনীতে আনা'য়ে যতনে,
সাবধানে রেখেছিনু নিজ নিকেতনে।
পিতৃসত্য পালিবারে এগুলি পরিয়া
চৌদ্দবর্ষ তিনজন রহ বনে গিয়া।"
ইহা শুনি' ক'ন রাজা "ওরে পাপিয়সি !
ইচ্ছা হয় কাটি তোরে দিয়া তীক্ষ্ণ অসি।
সত্যে বদ্ধ আছি ব'লে সহিনু সকল
কেমনে সীতার তরে আনিলি বাকল।
পতিব্রতা বধূমাতা স্বামিসেবা তরে,
বনবাসে যাইতেছে প্রফুল্ল অন্তরে।
বাকল কখনো তার উপযুক্ত নয়,
এজগতে তোর তুল্য নাহি নীচাশয়।

লক্ষ্মণেও ত বাধ্য নয় বাকল পরিতে,
আনিলি পরা'তে তায় তুই হৃষ্টচিতে।
ভ্রাতৃপ্রেমবশে বৎস যাইছে কাননে,
তারে ক্লেশ দিয়া তোর সুখ হবে মনে।"
যে বাকল এনেছিল সেথা মেজো রাণী,
শ্রীরামলক্ষ্মণ তার পরিলা দু'খানি।
জানকী অপরখানি করিলা গ্রহণ,
পরিতে না জানা হেতু অধোমুখে র'ন।
রাম সে বাকলখানি স্বকরে ধরিয়া,
কিরূপে পরিতে হবে দিলা দেখাইয়া।
বসন-উপরি সীতা পরিলা বাকল,
তাহা দেখি' সকলেরি চক্ষে ঝরে জল।
কৈকেয়ী মন্থরা শুধু ছিল হরষিত,
নিশ্চয় তাদের হিয়া পাষাণে গঠিত।
ফুকারিয়া কাঁদি' রাজা কহিলা তখন,
"বাকল ত্যজিয়া মাগো পর আভরণ।"
পরেতে কহিলা ডাকি' লক্ষ্মণে সাদরে,
"সীতারে সেবিও বাপ অতি যত্ন ক'রে।
জানকী জানেনি কোন অসুখের লেশ,
কেমনে সহিবে মাতা কাননের ক্লেশ।
চৌদ্দবছরের যোগ্য বসন ভূষণ,
সীতার নিমিত্ত ল'য়ে যাওরে লক্ষ্মণ।"
লক্ষ্মণ যে আজ্ঞা বলি' গৃহে প্রবেশিয়া,
আনিলা ভূষণ বস্ত্র পেটারা ভরিয়া।

শ্বশুরের আদেশেতে বল্ক ত্যজি' সীতা
রম্য আভরণ-বস্ত্রে হন বিভূষিতা।
পরে তাঁর পদযুগে প্রণাম করিয়া,
যোড়হস্তে শ্বাশুড়ীর পাশে র'ন গিয়া।
কৌশল্যা মস্তক তাঁর করিয়া আঘ্রাণ,
বহু উপদেশ তাঁরে করিলা প্রদান।
বলিলেন শুন বৎসে! স্থির করি' মতি,
"পতিবিনা রমণীর নাহি কোন গতি।
সেবিও পতির পদ হ'য়ে হরষিতা,
নৃপতির বধূ তুমি রাজার দুহিতা।
অন্যনারী আচরিবে তব আচরণে,
একথা জানকী সদা রাখিও স্মরণে।
ধনবান্ হোক্ স্বামী কিম্বা ধনহীন,
স্বামীরে দেবতা সম ভেবো চিরদিন।"
শ্বাশুড়ীর পদে সীতা প্রণমি' তখন,
কহিলা "তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
পতি যে নারীর পূজ্য কিরূপ জগতে,
তব আশীর্ব্বাদে মাতঃ জানি বিধিমতে।
সামান্যা নারীর সম ভেবোনা আমায়,
মনঃপ্রাণ রত মম পতির সেবায়।"
সীতা-বাক্যে কেশৌল্যার নয়নের জল,
হরিষবিষাদে পুনঃ হইল প্রবল।
শ্রীরাম কহিলা তাঁরে ভকতির ভরে,
"অপেক্ষা করহ মাগো চৌদ্দবর্ষ ঘরে।

পিতার সেবায় রত থাক নিরন্তর,
দেখিতে দেখিতে যাবে এ চৌদ্দবৎসর।”
অপর জননীগণে প্রণমিয়া পরে,
কহিলা তাঁদেরে অতি বিনয়ের ভরে।
“যদি কভু ক’রে থাকি কোন কিছু দোষ,
ক্ষমা কর মাতা সবে হইয়া সন্তোষ।”
কাঁদিয়া আকুল হ’ল যত মাতৃগণ,
দর দর অশ্রু ধারে ভিজিল বসন।
পিতৃ-পদ ধূলি রাম লইয়া যতনে,
চলিলেন বনবাসে অবিকৃত মনে।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা কহিলেন তাঁয়,
* “চুম্ব দিয়া যারে বাপ অভাগা পিতায়।
ও মুখ কমল তোর হেরি একবার,
শোকে যদি বেঁচে রই হেরিব আবার।”
একথা বলিয়া দুখে পড়িলা ধরায়,
তাহা দেখি’ সকলেই করে হায়,হায়।
পুনরায় উঠি’ নৃপ কহিলা কাতরে,
পায়ে না হাঁটিয়া, যারে চড়ি’ রথোপরে।

* অহো রাম ঘনশ্যাম চুম্বামি মুখপঙ্কজম্।
যদি জীবামি শোকেন পুনঃ পশ্যামি তে মুখম্।

রামচন্দ্রের বনগমন।

রথে আরোহিয়া কাননে যাইতে
আদেশিলে দশরথ,
রামে বনে রাখি' সুমন্ত্র কাঁদিয়া
ফিরায়ে আনিল রথ।

প্রজারা অনেকে কাঁদিতে কাঁদিতে
গিয়া ছিল রাম-সনে,
ঘুমাইলে তারা, পশিলা শ্রীরাম
নিশীথে নিবিড় বনে।

বাকল পরিয়া * জটিল সাজিয়া
ধরিয়া ধনুক-বাণ,
শৃঙ্গবের দেশে আসি' দুই নিশা
করিলেন অবস্থান।

প্রিয় সখা তাঁর গুহ নামে সেথা
ছিল নিষাদের পতি,
স্থপতি বলিয়া খ্যাত মহাবলী
সরল স্বভাব অতি।

পরিজন সহ আসিল সে গুহ
রামচন্দ্র ভেটিবারে,
কপটতা-হীন ভালবাসা হেরি'
আলিঙ্গিলা রাম তারে।

---

* বনে আসিবার সময় কৈকেয়ী রামকে বাকল দিয়াছিলেন ; রাম তমসানদীর কূলে চুলে আঠা মাখিয়া জটা পাকান।
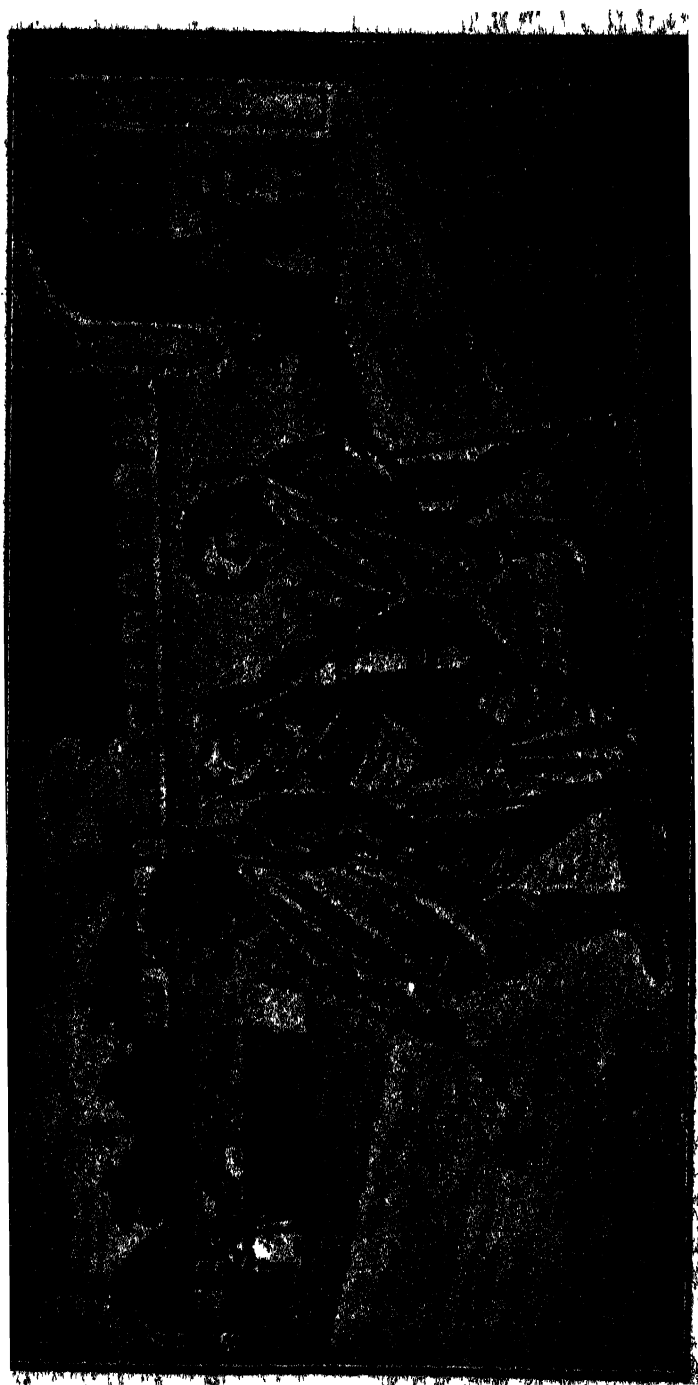
রামচন্দ্রের বনে গমন ।

মহৎ যে জন মানেনা কখন
জাতিভেদ নিজ-পর,
গুণে সদাচারে নীচ জাতি পায়
তার পাশে সমাদর।
রামে রাজা করি' শৃঙ্গবের পুরে
গুহক রাখিতে চায়,
পিতার কথাত রবেনা তা হ'লে
বুঝাইলা রাম তায়।
গুহক তখন কাঁদি' নিবেদিল
"মনে রেখো সদা দীনে,
অধমের ধামে দিও পদ-ধূলি
গৃহে ফিরিবার দিনে।"
তারে তুষি' রাম লইয়া বিদায়
ভরদ্বাজাশ্রমে যান,
পরে তথা হ'তে চিত্রকূটে গিয়া
করিলেন অবস্থান।

দশরথের মৃত্যু।

শ্রীরাম-লক্ষণ সীতাসহ বনে
যাইলেন হাসি মুখে,
সুমন্ত্র ফিরিলে দশরথ অতি
ম্রিয়মাণ হন দুখে।

তিনি কৌশল্যায় কহিলা নিশায়
"আজি মোর আয়ু শেষ,
একটী ঘটনা এখন যে রাণী
স্মরণ হ'তেছে বেশ।

মৃগয়ার তরে গিয়াছিনু বনে,
তমসা নদীর তীরে,
মুনি সুত এক লইয়া কলস
তাতে জল ভরে ধীরে।

করি ভ্রমে তায় প্রহারিণু বাণ
মরিল সে-মুনি-সুত,
অন্ধ পিতা তার দিল অভিপাপ
হ'য়ে অতি দুখযুত।

"তনয়ের শোকে বনিতার সহ
মোর প্রাণ নাহি রবে,
আমাদের মত সুত-শোকে নৃপ
তোমারো মরণ হবে।"

আজি সেই দিন হ'য়েছে আগত
করিতেছি অনুমান,
শ্রীরামের শোকে এখনি আমার
বাহির হইবে প্রাণ।
এ কথা বলিয়া মুদিলা নয়ন
রাজা চিরদিন তরে, *
কৌশল্যাদি রাণী কাঁদিতে লাগিলা
হাহাকার করি ঘরে।
বশিষ্ঠ তাঁদেরে বুঝাতে লাগিলা
অতিশয় সযতনে,
মৃতজন হেতু কেন রাণীগণ
কাঁদিতেছ অকারণে ?
পৃথিবী পালিয়া সুরপুরে গেলা
দশরথ নরপতি
মনোযোগ দিয়া করহ সকলে
এবে তার সদ্‌গতি।
তেলের কড়ায় রাখিয়া রাজায়
ভরতে আনাও ত্বরা,
দাহাদি করম করাও যতনে
কাঁদিলে জীবে না মরা।
মাতামহালয়ে আছেন ভরত
সেখানে পাঠাও দূত,
এ সব ঘটনা না বলিয়া তায়
এখানে আনাও দ্রুত।

আদেশ পাইয়া কহে দূত গিয়া
কেকয় রাজার বাড়ী,
“পাঠাও ভরতে রাজার আদেশ
যেতে হবে তাড়াতাড়ি।”
মাতামহাদিরে করিয়া প্রণাম
ভরত বিদায় লন,
শত্রুঘ্ন সহিত রথে আরোহিয়া
স্বগৃহে আগত হন।
বিষাদে মলিন রাজধানী হেরি’
হইলেন ব্যাকুলিত,
পিতারে ও রামে দেখিতে না পেয়ে
হন অতি বিষাদিত।
কৈকেয়ীর ঘরে করিয়া গমন
শুনি’ সব সমাচার,
কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ জননীরে
ভৎ‍র্সিলা বহুবার।
মন্থরা এ সব অনর্থের মূল
জানি’ শত্রুঘন শেষে
কেশ আকর্ষিয়া ভূমে আছাড়িয়া
প্রহারিলা সবিশেষে।
পদাঘাত করি’ কহিলেন ক্রোধে
“ঘটাইলি কি আপদ্”,
ভরত বলিলা “ত্যজ পাপিনীরে
করিওনা নারী বধ।”

ভরতের কথা শুনি' শত্রুঘন
মন্থরায় দিলা ছাড়ি,'
কুকর্ম্মের ফল কিছু পেয়ে কুঁজী
পলাইল তাড়াতাড়ি।

রামকে ফিরাইতে ভরতের বনগমন

পিতৃ-সৎকার সমাপি' ভরত
রামেরে আনিতে যান,
পিতার মরণ শুনিয়া শ্রীরাম
প্রাণে অতি ব্যথা পান।

ভরতের গলা ধরিয়া কাতরে
কত না কাঁদিলা হায়,
সীতা ও লক্ষ্মণ বিলাপিলা কত
কেবা প্রবোধিবে কায়।

শোকের আবেগ কম হ'লে কিছু
ভরতে শ্রীরাম কন,
"এ অভাগা আর পে'লনা সেবিতে
জনকের শ্রীচরণ।

পিতৃ-মাতৃ-সেবা মহাপুণ্য কাজ
যার ভালে ঘটে ভবে,
চির স্বর্গবাসী হয় সেই জন
নিরমল যশ লভে।"

রামের চরণ ধরিয়া ভরত
কাঁদি' নিবেদিলা তাঁরে,
"তুমিনা যাইলে বনে রব আমি
তব পদ সেবিবারে।
অতি জ্ঞানহীনা আমার জননী
করিয়াছে হীন কাজ,
তাই তব সনে এবে সম্ভাষণে
পেতেছি মরমে লাজ।
করুণা করিয়া এ দাসে হেরিয়া
ক্ষম জননীর দোষ,
চির জীবনেতে দাদাগো আমার
ঘুচিবেনা আপশোষ।
রাজ সিংহাসন তোমারই প্রাপ্য
লইতে পারিবে কেবা ?
রাজ-কার্য্যাক্ষম এই দাস শুধু
করিবে চরণ সেবা।
তব শ্রীচরণ সেবিতে এখন
দাদগো যদিনা পাই,
তা হ'লে নিশ্চয় অনলে পশিয়া
এ দেহ করিব ছাই।"
শ্রীরাম তাঁহারে বুঝায়ে বলেন
কেঁদোনা ভরত আর,
চৌদ্দবর্ষ-পরে ফিরে যাব ঘরে
পালি' পিতৃ অঙ্গীকার।

পিতৃ-অঙ্গীকার রক্ষা হোক্ ভাই
থাক্ বিমাতার মান,
পিতৃ সত্য পালি' পুলক লভিতে
পারে যেন মম প্রাণ।
স্বর্গধামে পিতা গেছেন ব'লে কি
না রাখিব কথা তাঁর?
সব সময়েই পিতার কথা যে
পালনীয় সবাকার।
নিয়তির ফলে আসিনু কাননে
নাহি কারো দোষ-লেশ,
কৈকেয়ী মাতায় ভং'সিয়া হায়
দিওনা মরমে ক্লেশ।
ভূমি হ'তে মাতা গরীয়সী ভাবি'
ভকতি করিও তাঁরে,
যা কিছু করিলা তব স্নেহে তিনি
দাসীর কথানুসারে।
ফিরিয়া ত্বরিতে রাজত্ব পালিতে
নিবেশহ নিজ-চিত,
সকল প্রজারে সুখে রাখিবারে
হ'য়ো সদা প্রয়াসিত।"
ভরত বলিলা "চৌদ্দ বছরের
পরদিন নাহি এলে,
যাবতীয় জ্বালা জুড়াইব আমি
অনলেতে দেহ ঢেলে।

পাদুকা তোমার দাও দাদা মোরে
বসাইব রাজাসনে,
কুশাসনে বসি' রাজত্ব পালিব
পূজি' তায় সযতনে।
সে কথা শুনিয়া স্নেহে আলিঙ্গিয়া
শ্রীরাম কহিলা "ভাই
ভ্রাতৃ-ভক্ত আর ন্যায় পরায়ণ
তব সম কেহ নাই।
তোমার বচনে হইলাম আমি
অতিশয় হরষিত,
দ্রুত গিয়া ঘরে রাজ্য পালিবারে
মন কর নিবেশিত।
পর-নারীগণে ভেবো মাতৃ-সম
পর ধনে ত্যজ লোভ,
ন্যায় পথে থাকি' রাজত্ব পালিও
করিওনা কোন ক্ষোভ।
গুরুজনগণে পরম যতনে
সেবিও ভকতি ভরে,
গুণচয় যেন শোভা পায় হেন
তব মনে চির তরে।
স্নেহে ও বিনয়ে ক'রো বশীভূত
প্রজা দাস-দাসী গণে,
সদাচারী হ'য়ে রাজ্য সুশাসিও
সদা অবিকৃত মনে।"

শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা লইয়া ভরতের প্রত্যাগমন। [৫৯—পৃষ্ঠা।

এ কথা বলিয়া আপন-পাদুকা
সাদরে করিলা দান,
ভকতির সহ গ্রহিয়া ভরত
মনে কিছু প্রীতি পান।
পদ-ধূলি নিয়া সে পাদুকা দু'টী
শিরে ধরি' আনি' ঘরে
কুশাসনে বসি' রাখিলা যতনে
রাজ-সিংহাসনোপরে।
সন্ন্যাসীর সম করিয়া সংযম
রাজ্য পালি' যায় দিন
রাম-দুঃখ যত ভাবি অবিরত
হইলেন সুমলিন।

রামচন্দ্রের অত্রিমুনির আশ্রমে গমন।

অযোধ্যা হইতে চিত্রকূট গিরি
বহুদূর পথ নয়,
ফিরাবার তরে আবার ভরত
বুঝিবা আগত হয়।
ইহা ভাবি' রাম চিত্রকূট ত্যজি
দক্ষিণ মুখেতে যান,
কিছুদূর গিয়া অত্রি মহর্ষির
আশ্রম দেখিতে পান।

তিনজনে তথা করিয়া প্রবেশ
প্রণমিলা মুনিবরে;
রামে হেরি' মুনি উঠিয়া সত্বর
বসাইলা সমাদরে।
মুনির বনিতা অনসূয়া দেবী
কুটীরের মাঝে ছিলা,
সীতারে দেখিয়া সাদরে ডাকিয়া
বসিতে আসন দিলা
নিরমল মন শুক্ল বসন
অতীব শুক্ল বেশ,
পতির সহিত তপ আচরিয়া
পাকিয়াছে যত কেশ
গায়ত্রী অথবা দয়া যেন নিজে
মূরতি ধরিয়া রাজে,
ভকতির ভরে প্রণমিয়া সীতা
বসিলা কুটীর মাঝে।
আশীর্ব্বাদ করি' অনসূয়া দেবী
কহিতে লাগিলা তাঁয়,
"পতি-পিতৃ কুল করিলা উজ্জ্বল
গুণে শীলে মহিমায়।
তোমা হেন নারী লভিলেন রাম
বহু তপস্যার ফলে,
পতিরে সেবিতে রাজ ভোগ ত্যজি'
বনে এলে কুতূহলে।

আপন-পতিরে দেবতা-অধিক
পূজনীয় ভাবে সতী,
ইহ-পরকালে পতি বিনা আর
নাহিক নারীর গতি।
রমণী গণের পতি-পদ সেবা
যত ধরমের সার,
পতিরে পূজিলে পূজা করা হয়
যাবতীয় দেবতার।
হেন উপদেশ জান তুমি সীতে
বুঝিনু ব্যাভারে তব,
পতি-পদ সেবি' যশস্বিনী হও
আর কি তোমারে ক'ব।"
বসনালঙ্কার দিয়া উপহার
তুষিলেন বিধিমত,
শ্রীরাম সে দিন সেই আশ্রমেই
করিলা রজনী গত।
অনসূয়া হেথা তপের প্রভাবে
জাহ্নবীরে এনেছিলা,
প্রভাতে সবাই স্নান করি' তাতে
দেহ মন জুড়াইলা।
হিংসাহীন এই তপোবনে তরু
সদাফল-দান করে,
মুনির আদেশে গ্রহিলা শ্রীরাম
বহুফল প্রীতি-ভরে।

অনসূয়া চরিত।

পরে নমি' তাঁয় লইয়া বিদায়
যাইলা দণ্ডক বনে।
অনসূয়াখ্যান এরূপে শুনান
জানকীরে সযতনে।
একদা গোলোকে উঠেছিল কথা
জগতে কে বড় সতী,
নারদে ইহার দানিতে উত্তর
আদেশিলা পশুপতি।
অনসূয়া সতী* সকলের সেরা'
কহিলা নারদ মুনি
ব্রহ্মাণী ভবানী দেবী নারায়ণী
ব্যথিতা হইলা শুনি"।
অত্রি মহামুনি কিছুদিন তরে
গেলে তপ আচরিতে,
অনসূয়া মন দেখিব কেমন
দেবীরা ভাবিলা চিতে।
প্রভাব তাঁহার হীন করিবারে
সবে বহু প্রয়াসিলা।
সদাচার হ'তে চালিত কিছুতে
না হইলা চারুশীলা।

---

* অনসূয়া দক্ষ প্রজাপতির ঔরসে প্রসূতির গর্ভে উৎপন্না কন্যা। মতান্তরে কর্দ্দম ঋষির ঔরসে দেবহূতি গর্ভে জন্মেন। দেবহূতি সায়ম্ভুব মনুর কন্যা।

অনুরোধিলেন স্বামীগণে সবে
"অনসূয়ালয়ে যেতে,
উলঙ্গিনী হ'য়ে অন্ন দিলে পরে
সেখানে বসিও খেতে"।
স্বামীরা তাঁদের অতিথির বেশে
আসি' অনসূয়ালয়ে,
করিলা যাচনা "অন্ন দিতে হবে
বসন-বিহীনা হ'য়ে।"
তখন সুশীলা স্বামীরে স্মরিয়া
অতীব চিন্তিত হন,
ভাবিতে লাগিলা কিরূপে তুষিব
অতিথিগণের মন।
বলিলেন-"যদি পতিব্রতা হই
থাকে সতীত্বের জোর,
এ তিন অতিথি অতি শিশু হোক্
আদেশে এখন মোর।"
দেখিতে দেখিতে সে তিন অতিথি
হন শিশু অতিশয়,
বসন-বিহীনা হ'য়ে অনসূয়া
তাঁদেরে পরিবেশয়।
অনসূয়ালয়ে রহিলেন তাঁরা
সেইরূপ শিশুবেশে,
স্বামীদের দশা নিরখি' দেবীরা
ব্যথা পান সবিশেষে।

কুটীরে তাঁহার আগমন করি'
কহিলেন যোড়করে,
"তোমাসম সতী হেরিনিক মোরা
কখনত চরাচরে।
করুণা করিয়া দাও ফিরাইয়া
আমাদের পতিগণে,
আগেকার মত আকার লভিয়া
আসুক মোদের সনে।
বুঝিনু এখন জগতের মাঝে
তব সম নাই সতী,
শিশুত্ব ঘুচা'য়ে পতি দাও ফিরে
নিজগৃহে করি গতি।
অনসূয়া সতী বলিলেন তবে
"শিশুরা স্বরূপ ধর।
বনিতা-সহিত হইয়া মিলিত
স্বগৃহে গমন কর।"
স্বরূপ ধরিয়া কহিলা তাঁহারা
"তুমি সতী-শিরোমণি,
সতীর সমীপে দেবের প্রভাব
অতিহীন ব'লে গণি।"
সতীর প্রভাব শুনি' সীতা দেবী
হইলেন প্রীতা অতি,
যাচিলা ঈশ্বরে পতি-পদে যেন
সদা থাকে মোর মতি।

মাখাইয়া ছিলা যেই অঙ্গ রাগ
অনসূয়া জানকীরে,
তার গন্ধে মজি' বন-পুষ্প ত্যজি'
অলিকুল পিছে ফিরে।
রাহু সম তথা বিরাধ রাক্ষস
শশিমুখী সীতা হরে,
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ তখনি তাহায়
নাশিলা শাণিত শরে।

শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্ণ প্রভৃতি মুনির আশ্রমে শ্রীরামের গমন।

গোমতীর পারে শরভঙ্গ মুনি
আশ্রম রচিয়া র'ন,
হেরিবারে তাঁয় শ্রীরাম সেথায়
পরে উপনীত হন।
অক্ষয় তূণের সহ দিব্য ধনু
অরপিলা মুনি রামে,
যাহা দেবরাজ রামে প্রদানিতে
রেখেছিলা তাঁর ধামে।
রামের সমীপে অনলে ত্যজিলে
মুনি পুরাতন তনু,
সুতীক্ষ্ণ-আশ্রমে চলিলা শ্রীরাম
করে ধরি' সেই ধনু।

দশটী বছর যাপিয়া এরূপে
বহু তপোবনে ভ্রমি’
অগস্ত্যের পাশে যাইতে চাহিলা
সুতীক্ষ্ণ মুনিরে নমি’।
পিপলির বন করি’ অতিক্রম
অগস্ত্য-আশ্রমে যান,
রামে নিরখিয়া মহামনা মুনি
হন পুলকিত প্রাণ।
তিন দিন তথা রাখিয়া রামেরে
অতিশয় সমাদরে,
দিব্য ধনুর্ব্বাণ করিয়া প্রদান
বিদায় দানিলা পরে।
পঞ্চবটী বনে গোদাবরী-তীরে
থাকিতে বলিলা মুনি,
সেইখানে গিয়া রচিলা কুটীর
রাম তাঁর কথা শুনি’।
প্রকৃতির শোভা অতি মনোলোভা
সেথা পঞ্চবটী বনে,
মনঃ সুখে দিন যাপিতে লাগিলা
তথা তাঁরা তিন জনে।
দশরথ-সখা জটায়ুর সনে
হ’ল হেথা পরিচয়,
এ বনে অদূরে বসতি তাহার
সেত শ্রীরামেরে কয়।

সীতাহরণ। [৬৭—পৃষ্ঠা

P. WORKS
CALCUTTA.

"হে সুমতি মোরে করিও স্মরণ
যদি হয় প্রয়োজন,
তব উপকারে করিব নিয়োগ
মমদেহ-প্রাণ-মন।"
এ কথ' বলিয়া বিদায় লইয়া
গেল সে আপন-ঘরে,
সীতাদেবী আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ
তথা র'ন প্রীতি ভরে।

শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদ ও রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ।

লঙ্কা-অধিপতি রাবণ-ভগিনী
খ্যাত 'শূর্পনখা' নামে'
একদা-আসিয়া বিমোহিত হ'ল
সেখানে হেরিয়া রামে।
মায়ার প্রভাবে সুরূপা সাজিয়া
পরিচয় ল'য়ে পরে,
নিজ বিবরণ প্রকাশিয়া কহে
"পরিণয় কর মোরে।"
শ্রীরাম তাহাতে অমত করিলে
লক্ষ্মণে বরিতে চায়,
লক্ষ্মণও তাহে রাজী না হইলে
সীতারে গ্রাসিতে যায়।

তাই ক্রোধভরে নাসাকর্ণ জোরে
ছেদিলে লক্ষ্মণ তার,
খর-দূষণেরে কাঁদিয়া কহে সে
অপমান আপনার।
চৌদ্দ হাজার বীর সেনাসহ
তারা আসে যুঝিবারে
নিজ ভুজ বলে সমরে শ্রীরাম
বিনাশিলা সে সবারে।
তা' দেখি' রাক্ষসী লঙ্কাপুরে গিয়া
কাঁদিয়া রাবণে কয়,—
"অতি দুরদশা করিয়াছে মোর
রামানুজ দুরাশয়।
পিতৃ-সত্য হেতু দশরথ-সুত
রাম আসিয়াছে বনে,
অতি রূপবতী বনিতা সীতাও
আসিয়াছে তার সনে।
আমি অনুমানি মন্দোদরী রাণী
তার কাছে কোন্ ছার,
পঞ্চবটী বন হ'য়েছে উজল
রূপের প্রভায় তার।
সুরাসুর পুরে সেরূপ সুরূপা
পাবে.নাক হেরিবারে,
তব উপযোগী ভাবিয়া তাহারে
চেয়েছিনু আনিবারে।

অনুজ লক্ষ্মণ- সহ সেথা রাম
র'য়েছে ধনুক ধ'রে,
কহিনু তাদেরে "বউটী তোদের
দে মোর দাদার তরে।"
সে কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ কুপিয়া
মোর নাক কাণ কাটে,
কি কহিব আর দাদাগো আমার
দুখেতে পরাণ ফাটে।
মোরে হেরি' ভাই * খর ও দূষণ
প্রাণে ব্যথা পায় অতি,
চৌদ্দ হাজার নিশাচরে ল'য়ে
যুঝিতে করিল গতি।
ধরি ধনুর্ব্বাণ যুঝি' একা রাম
সবারে নাশিল রণে,
স'হে রও যদি ধিক্ দিবে তোমা
যত সুরাসুর গণে।"
তা শুনি' রাবণ চাতুরী করিয়া
সীতারে হরিতে চায়.
মায়াবী মারীচে ল'য়ে নিজ সনে
পঞ্চবটী বনে যায়।
রাম-সীতা-পাশে বিচরে মারীচ
স্বর্ণ মৃগরূপ ধরি'।
তায় ধরিবারে কহিলা রামেরে
জানকী যতন করি'।

অতি অসম্ভব * সোনার হরিণ
লুব্ধ হন রাম তবু,
বিবেচনা-বল থাকেনা উজল
বিপদের কালে কভু।

সীতার রক্ষণে রাখিয়া লক্ষণে
রাম গেলা ধরিবারে,
বহুদূর গিয়া ধরিতে নারিয়া
বাণ প্রয়োগিলা তারে।

রাম সম স্বরে কহে সে কাতরে
কোথারে লক্ষ্মণ ভাই,
"কোথাগো জানকি তব সনে বুঝি
আর দেখা হ'ল নাই।"

বিপদ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া
দেবরে পাঠান সীতা,
কুটীরে রহিলা বসি' একাকিনী
হ'য়ে অতি বিষাদিতা।

যোগিবেশে তথা আসিয়া রাবণ
তাঁহারে হরণ করে,
বিপন্না সীতায় রক্ষিবারে যায়
জটায়ু সাহস ভরে।

* অসম্ভবং হেম মৃগস্য জন্ম তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়,
প্রায়ঃ সমাপন্ন—বিপত্তিকালে ধিয়োপিপুংসাং মলিনী ভবন্তি।

রাবণের সহ যুঝিয়া সুমতি
অতীব আহত হ'য়ে,
সীতার বারতা রামে নিবেদিয়া
চলিল অমরালয়ে।
পরের কারণ যে ত্যজ জীবন
সেত অতুলন ভবে,
চিরদিন তার নিরমল যশ
জগতে ঘোষয়ে সবে।

রামের সীতা অন্বেষণ ও সুগ্রীবের সহ মিত্রতা।

আকুল হইয়া সীতারে খুঁজিয়া
দু'ভায়ে কাননে ভ্রমে,
কবন্ধ নামক নিশাচরে বধি'
যাইলা মতঙ্গাশ্রমে।
শবর জাতীয়া * শ্রমনা-নামিনী
তাপসী সেখানে রয়।
আস্বাদিয়া কত সুমধুর ফল
রাম-তরে আহরয়।
যতনে আহৃত ফলগুলি সেত
রামে নিবেদন করে,
ভক্তি-নিবেদিত তদুচ্ছিষ্ট ফল
খান রাম সমাদরে।

---

* শবর—চণ্ডাল, ব্যাধ।

উচ্চ মন যার অস্পৃশ্যতা তার
হৃদয়ে না রয় কভু,
কদাচারী বিনা করেনাক ঘৃণা
হ'লেও সেজন প্রভু।

ঋষ্যমূক নামে গিরিতে যাইয়া
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ পরে,
হেরিলা,—"বালীর অনুজ সুগ্রীব
তথা অবস্থান করে।"

বালীর ভয়েতে সুগ্রীব বানর
* পাত্র মিত্রগণে ল'য়ে,
বিরস বদনে রহে সেইখানে
অতি বিষাদিত হ'য়ে।

সুগ্রীবের জায়া রুমারে গ্রহিয়া
হীনমতি সেই বালী,
অনুজে তাড়া'য়ে আপনার গায়ে
মেখেছে কলঙ্ক-কালি।

অনুজ-বনিতা † ভগিনী বা সুতা
পুত্র বধূ যেবা হরে,
সে মহাপাপীর বিনাশ-সাধন
রাজোচিত চরাচরে।

* হনুমান্, জাম্ববান, নল ও নীল এই চারিজন সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিল।

† সুতরাং স্নুষাং স্বসারং বা ভার্য্যাং বাপ্যনুজস্য যঃ
প্রচরতে নরঃ কামাৎ তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ।

অযোধ্যা-রাজের অধীন ভূপতি
কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি,
বিনা সম্ভাষণে সে পাপি-নাশনে
রাম নিবেশিলা মতি।
সুগ্রীবের সহ স্থাপিয়া মিত্রতা
বালীরে করিয়া বধ,
করিলা প্রদান সুগ্রীবেরে রাম
কিষ্কিন্ধ্যার রাজ-পদ।
সুগ্রীবানুচর ঋক্ষ জাম্বুবান
ছিল বিচক্ষণ অতি,
তারে মন্ত্রিরূপে রাখিলা সমীপে
রামচন্দ্র মহামতি।
পবনকুমার হনূমান্ এবে
রামের সেবক হয়,
প্রভুর করম সাধিবার তরে
প্রাণপণে রত রয়।
সীতার সন্ধানে সমুদ্র লঙ্ঘিয়া
লঙ্কাপুরে গিয়া পরে,
অশোক বনেতে রামের অঙ্গুরী
সীতারে প্রদান করে।
কুমতি রাবণ হরিয়া সীতারে
অশোকের বনে রাখে,
আদেশে তাহার ভীষণা চেড়ীরা
প্রায় সদা পাশে থাকে।

বহুক্লেশ দিয়া দূরে গেলে সরি'
নিঠুরা চেড়ীর দল,
বিভীষণ-রামা সরমা আসিয়া
মুছা'ত চোখের জল।
নমিয়া চরণে অতীব যতনে
সীমন্তে সিঁদূর দিত,
তুলসীর মূলে সোনার প্রদীপ
পাশে যেন বিরাজিত।
জানকীর মুখে কত না কাহিনী
শুনিত শ্রবণ ভরি',
লঙ্কা নগরীর ঘটনা নিজেও
কহিত যতন করি'।
চেড়ীরা আবার ফিরিতেছে হেরি'
ঘরে যেত আপনার,
দুখেতেও সীতা পেয়েছিলা প্রীতি
আচরণে সরমার।
আজিও বিরলে আসি' সে সরমা
আগেকার মত ধীরে,
নয়নের জল মুছিয়া যতনে
প্রবোধিলা জানকীরে।
তারে হেরি হনূ করে অনুমান
বনদেবী সুনিশ্চিত,
দিতেছে প্রবোধ সীতার দুখেতে
হ'যে অতি বিষাদিত।"

চেড়ীদের দল　　　　ফিরিছে দেখিয়া
সরমা যাইল ঘরে,
হনূমান্‌ও গেল　　　　অপর কাননে
সেখান হইতে স'রে।
বহু নিশাচরে　　　　নাশিয়া স্ববলে
ভাঙ্গে উপবন কত,
রাবণ-কুমার　　　　অক্ষবীরবরে
চাপড়ে করিল হত।
ইন্দ্রজিৎ নামে　　　　রাবণ-অঙ্গজ
পাশ-অস্ত্রে বাঁধে তারে,
কাপড় জড়ায়ে　　　　লেজে অগ্নি দিল
বিকলাঙ্গ করিবারে।
সেই আগুনেতে　　　　সমূহ লঙ্কার
ঘর বাড়ী পোড়াইয়া,
একলাফে পুনঃ　　　　ফিরে মহাবীর
সীতার সন্ধান নিয়া।
চিহ্ন হেতু সীতা　　　　মাথার মাণিক
দিয়াছিলা হনূমানে,
রাম-করে তাহা　　　　অরপিলা হনূ
উৎসাহভরা প্রাণে।
ভ্রাতা বিভীষণ　　　　রাবণে এখন
দিল হেন উপদেশ,
"দাদাগো রামেরে　　　　সীতা দিয়া ফিরে
খূসী কর সবিশেষ।"

এ কথা শুনিয়া ক্রোধে দশানন
পদাঘাত করে তায়,
তাই সে বিষাদে শ্রীরামের পদে
আসিয়া শরণ চায়।
জ্ঞানী ধর্ম্মশীল বুঝিয়া শ্রীরাম
শরণ দানিলা তারে।
মিত্রতা করিয়া স্বীকারিলা তথা
সিংহাসনে বসাবারে।
সীতা উদ্ধারিতে বানরেরা এবে
সবে প্রয়াসিত হয়,
সেতু নিরমিতে প্রস্তরাদি কত
সযতনে আহরয়।
নলের কৌশলে সাগরে শ্রীরাম
সেতু নিরমাণ করি'
লঙ্কাপুরে গিয়া হন উপনীত
'বধিতে ভীষণ অরি।
সীতা ফিরে দিলে না করিব রণ
রাবণে জানান তবু,
কহিল রাবণ "হবেনা জানিও
আমা হ'তে তাহা কভু।"
শুনি' এ উত্তর বুঝিলা শ্রীরাম
হবে সুনিশ্চয় রণ,
পাত্র-মিত্র সহ করিয়া যুকতি
সমরেতে রত হন।

বিভীষণ-পাশে রণ বিষয়ের
গ্রহি' বহু উপদেশ,
রাবণের যত পুত্র-পৌত্রাদিরে
করিতে লাগিলা শেষ।
কুম্ভকর্ণ নামে রাবণের ভ্রাতা
নিদ্রাতুর অতিশয়,
অকালে জাগায়ে রণে পাঠাইলে
সেও বিনাশিত হয়।
মেঘনাদ নামে রাবণের সুত
সুরেশে হারায়ে রণে,
ইন্দ্রজিৎ নাম ক'রেছিল লাভ
অতি হরষিত মনে
"নিকুম্ভিলা যাগ সাধিয়া সে যদি
রণে হয় উপনীত,
ত্রিভুবনে কেহ পারিবেনা তারে
করিতে যে পরাজিত।
বিভীষণ ইহা জানাইলে পরে
সবে পড়ে ভাবনায়,
যজ্ঞভূমে গিয়া রামানুজ বীর
নাশিয়া আসিলা তায়।
ইন্দ্রজিৎ-জায়া প্রমীলা সুন্দরী
নয়ন-সলিলে ভাসি',
পতি-চিতানলে করিল প্রবেশ
সাগরের তীরে আসি'।

সুতের নিধনে মন্দোদরী রাণী
কতনা বিলাপ করে,
রাবণো অনেক করিয়া রোদন
রণে আসে ক্রোধ-ভরে।
ময়-দানবের * শক্তিশেল বাণ
হানে লক্ষ্মণের বুকে,
অচেতন হ'য়ে পড়িলা লক্ষ্মণ
উঠিল শোণিত মুখে।
সকোপে শ্রীরাম করিলা রাবণে
বাণে জর্জ্জরিত অতি,
প্রাণ বাঁচাইতে পলায় ত্বরিতে
স্বগৃহে লঙ্কার পতি।
শোকের আবেগে শ্রীরাম সে দিন
লক্ষ্মণে লইয়া কোলে,
হইয়া কাতর বিলাপি' বিস্তর
ভাসিলা নয়ন-জলে।

ভ্রাতৃশোকে রামচন্দ্রের বিলাপ।

"বনবাসে যবে নিবাসিনু ভাই
সিংহাসন পরিহরি',
রক্ষিতে আমায় জাগিতে নিশায়
দ্বারেতে ধনুক ধরি'।

---

* ময়দানব মন্দোদরীর পিতা। রাবণকে শক্তিশেল বাণ যৌতুক স্বরূপে অর্পণ করিয়াছিল।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল। [৭৮—পৃষ্ঠা।

নিশাচর-পুরে বিপদ সাগরে
আজি আমি নিমগন,
তবু ভুলি' মোরে ভূতলে বিরাম
লভিতেছ কি কারণ?
আদেশ আমার পালিবারে তুমি
রত ছিলে চিরদিন,
অদৃষ্টের দোষে ত্যজিয়া আমায়
করিলে অতীব দীন।
কাঁদিছে জানকী স্মরিয়া দেবরে
নিশাচর-কারাগারে,
ভুলিলে কিরূপে? জননীর সম
সেবিতে সাদরে যারে।
তব কুল-বধূ হরিয়া রাবণ
আনিল আপন ঘরে,
তারে না নাশিয়া অসময়ে রণে
শুইলে কেমন ক'রে?
তোমার বিয়োগে পাইবা না প্রীতি
বিজয়েও কদাচন,
শশীর সুষমা তুষিতে পারে না
নয়ন হীনের মন।
তোমা বিনা ভাই! সীতায় অথবা
রাজ্যে প্রয়োজন কিবা?
তোমার অভাবে হবে অনুভব
অন্ধকারময় দিবা।

রণেতে আমার নাহি প্রয়োজন
জীবনেও কিবা ফল,
সমরে যখন শুইলে লক্ষ্মণ
হইলাম হীনবল।
বিষম সমরে তব অবসাদ
হ'য়ে থাকে যদি ভাই!
চল যাব বনে অভাগী সীতায়
উদ্ধারিয়া কাজ নাই।
সুত-সুবৎসলা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূ-তীরে,
কেমনে এমুখ দেখাব লক্ষ্মণ!
তুমি না যাইলে ফিরে?
সুধাবেন মাতা আমারে যখন
"ওরে রাম গুণমণি,
তোর সনে কেন দেখিতে না পাই
মম সে নয়নমণি?
মোর স্থাপ্য ধন কোথা বাছাধন!
কাতরে কবেন যবে,
কি ব'লে প্রবোধ দিবরে তাঁহায়
আর পুরবাসী সবে?
উরমিলা বধূ কাঁদিয়া যখন
ভাসাবে ধরণীতল,
সে দৃশ্য দেখিয়া কেমন করিয়া
রাখিব জীবন বল?"

দেশে দেশে মিলে * বহু বন্ধু জায়া
নাহি মিলে নিজ ভাই,
সহোদর ভ্রাতা লভে লোক যথা
হেন দেশ দেখি নাই।

বিদেশে তোমায় হারাইয়া হায়
স্বদেশে যাবনা ফিরে,
তব অনুগামী হব এবে আমি।
ডুবি' সাগরের নীরে।

বনবাসে যথা আসিলে সুমতি
আমার পিছনে তুমি
যাব পরলোকে তব পিছে তথা
পরিহরি' মরভূমি।

অগ্রজ বলিয়া সকল করমে
আগে অধিকার মোর,
মম অগ্রে ভাই! পরলোকে গতি
উচিত হ'লনা তোর।

তবশোকে আমি মরিব নিশ্চয়
সীতাও মরিবে শেষে,
বিভীষণ হায় যাইবে কোথায়
বানরেরা যাবে দেশে।

---

* দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ
তংতু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।

এরূপে শ্রীরাম বহু বিলাপিলা
সেখানে কাতর স্বরে,
অনুচর যত উচ্ছ্বাসিল কত
অতীব বিষাদ ভরে।

ভ্রাতার শোকেতে অতীব বিকল
নিরখিয়া শ্রীরাঘবে,
সুষেণ নামক কপি কবিরাজ
কহিতে লাগিল তবে।

"ওষধি পর্ব্বতে * আছে মহৌষধ
দ্রুত আন হনূমান্
রজনীর মাঝে করিলে প্রয়োগ
লভিবে লক্ষ্মণ প্রাণ।

বিশল্যকরণী সাবর্ণ্যকরণী
সঞ্জীবকরণী আর,
সন্ধানী ললিতা আছে বিরাজিত
দক্ষিণ শিখরে তার।

বীর হনূমান্ করি' লম্ফ দান
দ্রুত সে শিখরে গিয়া,
মহৌষধি সব চিনিতে না পারি'
আনে গিরি উপাড়িয়া।

* ওষধি পর্ব্বতের অপর নাম দ্রোণ পর্ব্বত।
কৃত্তিবাসী রামায়ণে গন্ধ মাদন নাম লিখিত আছে।

দেবের দুষ্কর হনূর করমে
সকলে অবাক্ হয়,
প্রশংসিয়া তারে সাদরে সুষেণ
তুলিল ওষধি চয়।
পিষিয়া যতনে সুমিত্রা সুতের
নাসারন্ধ্রে দিলে পর,
শেলমুক্ত আর নীরোগ হইয়া
উঠিলেন বীরবর।
সপুলকে তাঁয় আলিঙ্গিয়া রাম
করিতে না চান রণ,
দিতে সমুৎসাহ সৌমিত্রি সুমতি
কহিলেন এ বচন।
"রাবণে নাশিয়া সীতা উদ্ধারিব
প্রতিজ্ঞা ক'রেছ আগে,
মহত্ত্ব-লক্ষণ প্রতিজ্ঞা পালন,
সাধ তাহা সানুরাগে।
হয়োনা নিরাশ করহ বিনাশ
রিপুরে সাহস ভরে,
তব বাণাঘাতে কুমতি নিশ্চয়
যাবে শমনের ঘরে।
যথা মহাগজ ভীষণ সিংহের
নখরে নিহত হয়,
তব শরঘাতে বাঁচিবে না রিপু
ইহা জেনো সুনিশ্চয়।

আমি চাই দাদা ! আজি দিবসেই
পাপীরে করহ নাশ,
সুরনরগণ হোক্ হরষিত
পূরুক সবার আশ।
রাবণে বধিতে ইচ্ছা কর যদি
প্রতিজ্ঞা পালিতে চাও,
সীতা উদ্ধারিতে থাকে অভিলাষ
মম বাক্যে মতি দাও।
লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া সকলে
হরষিত হ'ল অতি,
অনুজানুরোধে দ্বিগুণ সাহসে
রাম দিলা রণে মতি।
বিষাদে রাবণ আসিয়া সমরে
যুঝিল বীরের মত,
ব্রহ্ম অস্ত্রখানি প্রয়োগিয়া রাম
করিলা তাহারে হত।
ক্ষমা কর মোরে কহিল রাবণ
যবে বাহিরায় প্রাণ,
শ্রীরাম তাহার নিকটে যাইয়া
উপদেশ কিছু চান।
রাবণ রামেরে কহে ক্ষীণ স্বরে
"শুভ কাজ ক'রো দ্রুত,
বিলম্ব করিও সে কাজ সাধিতে
যে কাজ নহেক পূত।

পাপ কাজ কোন করিবার আগে
বহুবার ভে'বে দেখো,
পাপের কারণে সবংশে মজিনু
এইকথা মনে রেখো।"
ইহা বলি' পরে চিরদিন তরে
কথা বন্ধ হ'ল তার,
মন্দোদরী-আদি সমূহ রাণীরা
করে ঘোর হাহাকার।
অতীব বিপুল দশানন কুল
সমূলে হইল নাশ.
পাপের কুফল বুঝিল সকলে
ঘুচিল সবার ত্রাস।
অতি অহঙ্কারে হতা লঙ্কাপুরী
অতিমানে কুরুচয়,
অতীব দানেতে বলির বন্ধন
অতি বৃদ্ধি ভাল নয়।
অগ্নি-পরীক্ষায় জানিয়া নিষ্পাপ
সীতার শরীর মন,
তাঁরে গ্রহি' রাম বিভীষণে দিলা
লঙ্কাপুরে রাজাসন।
রাবণ বিনাশে হরষিত হ'য়ে
দেবতারা দলে দলে,
রামের উপরে পারিজাত ফুল
বরষিতূলা কুহলে।

অমৃত বরষি' সমরে নিহত
বানর-ভল্লুকগণে
করিলা জীবিত নিজে দেবরাজ
অতি হরষিত মনে।
অযোধ্যা নগরে ফিরিতে শ্রীরাম
অভিলাষী হন পরে,
বিভীষণ তাঁরে আরো কিছু দিন
রাখিতে কামনা করে।

শ্রীরামচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি।

স্বর্ণ লঙ্কাপুরী হবে প্রীতিকরী
কিছুদিন হেথা রহ,
বিভীষণ রামে এ অনুরোধিলে
রাম ক'ন "কিবা কহ?
এই লঙ্কাপুরী স্বর্ণময়ী বটে
তবু না লাগিছে ভালো,
জনম-ভূমি যে স্বরগ-শ্রেয়সী
রূপে করে হৃদি আলো।
নিজের জননী শিশুর সকাশে
সতত সুন্দর যথা,
জনম-ভূমিও সবার সমীপে
সদা মনোহর তথা।

কমনীয় হারে মধ্য-মণি খানি
যেমতি সুমনোরম,
জনম ভূমিও জগত মাঝারে
তেমতি সুচারুতম।
বহু গিরি-নদী হেরিনু বিদেশে
কত রমণীয় স্থান,
জনম-ভূমির অভিমুখে তবু
ধাবিত হ'তেছে প্রাণ।
সোণার ভবন প্রবাসীর পাশে
কভু সুখদায়ী নয়,
সযতনে পোষা বিহগের মন
নীড়ে প্রধাবিত হয়।
শৈশব কৈশোর কাটিয়াছে মোর
যে দেশে হরষ ভরে,
বিদেশে আসিয়া কাঁদিছে পরাণ
সদা সে দেশের তরে।
যথা সুমধুর সদা স্নেহময়ী
জননীর স্তনেক্ষীর,
তথা সুমধুর স্বদেশ মাতার
নদী-তড়াগের নীর।
শাকান্ন ভোজনে যে প্রীতি জনমে
স্বদেশ বাসীর মনে,
ষোড়শোপচার ভোজনেও তাহা
লভেনা বিদেশিগণে।

বিদেশী রতন বসন ভূষণ
সুশোভনো হয় যদি,
স্বদেশের যত জিনিষের কাছে
হীন তাহা নিরবধি।
রক্ষঃ শিল্পিগণ গ'ড়েছে ভূষণ
বসনাদি মনোহর,
কোনটীই মম স্বদেশীর সম
হ'তেছে না প্রীতিকর।
স্বদেশের জলে আকাশে অনিলে
যে সুখ-প্রবাহ বহে,
ত্রিদশরাজের প্রমোদ বনেও
তাহা বিরাজিত নহে।
সর্ব্বদেবতার সারাংশের সার
যথা ভবে মাতাপিতা,
স্বদেশো সবার সর্ব্বতীর্থ সার
তথা জেনো তুমি মিতা। *
হেন স্বদেশের কুশল সাধিতে
সদা প্রয়াসিত যারা,
স্বদেশমাতার 'সুতনয়' নামে
পরিচিত হয় তারা।
স্বদেশোপকার সাধিবারে যার
চিত নিবেশিত নয়,
এ ধরণীতলে পশুসনে তার
প্রভেদ নাহিক রয়।

* মিতা—হেমিত্র।

স্বরগ হইতে সদা গরীয়সী
জননী জনম-ভূমি,
কিছুদিন গিয়া রহিলে বিদেশে
বুঝিতে পারিতে তুমি।
সখা হে এখন যাইব স্বদেশে
থাকিব না এইখানে.
জনমভূমিরে নেহারি' লভিব
অনুপম সুখ প্রাণে।
প্রাণাধিক ভ্রাতা ভরতের তরে
সতত ব্যাকুল ১ন.
জুড়াব নয়ন জননীগণের
নিরখিয়া শ্রীচরণ।
স্নেহের ভাজন সুহৃদ্ স্বজন
প্রজা পরিজন যত।
আছে অযোধ্যায় নিরখি' সবায়
হরষ লভিব কত৷
চৌদ্দ বছরের পরদিনে যদি
ঘরে না ফিরিয়া যাই,
অনলে জীবন দিবে বিসর্জ্জন
স্নেহের ভরত ভাই।
তাই যাব ঘরে বিদায় আমারে
দাও সখে বিভীষণ!
যত উপকার ক'রেছ আমার
ভুলিব না কদাচন।

বিভীষণ তাঁয় প্রদানি' বিদায়
নিবেদিল প্রীতমনে,
"অযোধ্যা দেখিতে আমরা হে মিতে!
যেতে চাই তবসনে।"
সুগ্রীব-অঙ্গদ হনূ-বিভীষণ
আর যত সেনা ল'য়ে,
অযোধ্যা যাইতে হইলা উদ্যোগী
রাম হরষিত হ'য়ে।
পুষ্পক নামক বিমানে আরোহি'
মনঃসুখে ফিরি' যান,
সাদরে সীতায় দেখাইলা পথে
কত রমণীয় স্থান।
সেতুবন্ধ আর কত নদ-নদী
মুনিদের তপোবন,
চিত্রকূট গিরি হইলেন পার
'রামচন্দ্র যশোধন।
ভরদ্বাজাশ্রমে মুনির অহ্বানে
সদলে দিনেক র'ন,
গুহকে ডাকিয়া কহিলা সাদরে
বনবাস-বিবরণ।
নিজ-আগমন জানা'তে ভরতে
প্রেরিলেন হনূমানে,
রামেরে আনিতে চলিলা ভরত
অতি পুলকিত প্রাণে।

অযোধ্যানগরী সুসজ্জিত করি'
হরষ-সাগরে ম'জে,
রামের পাদুকা শিরে ধরি' যান
যোগিবেশে পদব্রজে।
আগে নমি' রামে সীতার চরণে
প্রণাম করিয়া পরে,
বিভীষণে আর সুগ্রীব-অঙ্গদে
আলিঙ্গিলা প্রেমভরে।
লক্ষ্মণে সম্ভাষি' আশীর্ব্বাদ করি'
স্নেহভরাস্বরে ক'ন,
"ধন্য হইয়াছ অগ্রজ ভ্রাতার
সেবা করি' শ্রীচরণ।"
প্রশংসা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া
নমিলা লক্ষ্মণ ধীর,
নন্দীগ্রাম হ'তে পদব্রজে যেতে
শ্রীরাম করিলা স্থির।
পুরবাসী যত হ'য়েছে আগত
রামচন্দ্রে হেরিবারে,
কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসিয়া রাম
তুষিলেন সবাকারে।
তাহাদের সনে কথোপকথনে
অযোধ্যায় প্রবেশিয়া,
শোক নিবারিলা জননীগণের
শ্রীচরণে প্রণমিয়া।

নিরজনে বসি' কেকয়ী রাণীর
সরমে বিদরে বুক,
নিজ পাপ স্মরি' করিছে রোদন
বসনে ঢাকিয়া মুখ।
কহে খেদ করি' "দাসীর কথায়
করিনু আমি কি কাজ,
মরমের ব্যথা বুঝিবা আমার
হরিবে জীবন আজ।"
ভকতিরভরে ক'ন রাম তারে
"নাহি মাতঃ! তব দোষ,
বিধির বিধানে গিয়াছিনু বনে
পরিহর আপশোষ।
তব শুভাশীষে রাবণে নাশিনু
ত্রিভুবন হ'ল সুখী,
তুমিই জননি! এ সবের মূল
তবে কেন হও দুখী?"
এ বলিয়া তার বিষাদের ভার
করিলেন অপনীত,
কৈকেয়ীও তাঁয় করে আশীর্ব্বাদ
হ'য়ে অতি হরষিত।
ভরত-রক্ষিত সিংহাসনে রাম
উপবেশি' তারপরে,
রাজকার্য্যে মন করি' নিয়োজন
তুষিলা সকল নরে।

আনন্দ বর্দ্ধনে চন্দ্রের সমান
প্রতাপে তপন সম,
প্রজার রঞ্জনে 'রাজা' নাম রাম
সফলিতে হন ক্ষম।
সুরাজা দেখিলে রামের সহিত
তুলনা সকলে করে,
বিষ্ণু-অবতার ভাবিয়া তাঁহাকে
পূজয়ে ভকতিভরে।
সকল বিষয়ে সুখে যাপে দিন
যে রাজার প্রজাচয়,
রাজত্ব তাহার রাম-রাজ্য বলি'
ধরাতলে সবে কয়।
প্রজাদের মন তুষিতে শ্রীরাম
প্রয়াসিয়া সবিশেষ
নিজ বনিতারে বনবাসে দিয়া
স'হে ছিলা কত ক্লেশ।

সীতা-বিসর্জ্জন।

'ভদ্র'নামধারী চর-মুখে রাম
শ্রবণ করিলা পরে,
"কহিছে প্রজারা সীতারে শ্রীরাম
কেমনে রাখিলা ঘরে?

অতি দুরাচার রাবণের গৃহে
যাপিল যে বহুদিন,
জায়ারূপে তায় নিজালয়ে রাখা
নহে কভু সমীচীন।”
বনিতা-নিন্দায় রামের হৃদয়
অতীব ব্যথিত হয়,
সীতারে ত্যজিয়া কলঙ্ক ঘুচা’তে
করিলেন সুনিশ্চয়।
অনুজসমূহে নিকটে ডাকিয়া
সবিশেষে সব ক’ন,
এই অপবাদ করিছে আমার
হৃদে বিষ বরিষণ।
কলঙ্ক ঘুচা’তে সসত্ত্বা সীতায়
তেয়াগিব আমি বনে,
কৃপাবশে কেহ ক’রোনা নিষেধ
ইহা মোরে সুসাধনে।
রাবণ-বধের প্রয়াস কখনো
হয়নি বিফল মোর,
শত্রুতার শোধ লইয়াছি আমি
নাশি’ সে বিষম-চোর।”
সীতা প্রতি রাম হইয়া নিঠুর
এরূপ কহিলে হায়,
নিষেধ অথবা অনুমোদনিতে
পারিল না কেহ তাঁয়।

লক্ষ্মণের পানে চাহি'পরে রাম
করিলা আদেশ দান,
"বাল্মীকি-আশ্রমে ত্যজিয়া সীতায়
রাখ ভাই! মম প্রাণ।
সসত্ত্বাবস্থায় মুনি-তপোবন
দেখিতে চেয়েছে সীতা,
সেই ছলে তায় রথে চড়াইয়া
কর তথা বিসর্জ্জিতা।"
জ্যেষ্ঠের আদেশ পালিতে লক্ষ্মণ
কোন কথা নাহি বলি',
রথে চড়াইয়া সীতারে লইয়া
তপোবনে যান চলি'।
সরল মনেতে ভাবিলেন সীতা
কত প্রিয়কারী পতি,
তাঁর করুণায় তপোবন হেরি'
লভিব হরষ অতি।
পথেতে লক্ষ্মণ করিলা গোপন
দুখের বারতা যাহা,
দক্ষিণ নয়ন করিয়া স্পন্দন
জানাইল এবে তাহা।
অশুভ লক্ষণে ম্লানমুখী সীতা
যাচিলা শ্রীহরিপদে,
"অনুজ-সহিত পতি যেন মোর
র'ন সদা নিরাপদে।"

রথ হ'তে তাঁরে নামাইয়া ভূমে
শ্রীলক্ষ্মণ গুণাধার,
নিষাদ-আনীত নৌকা আরোহণে
গঙ্গা করিলেন পার।
বহুক্লেশে তিনি বাক্‌শক্তি আনি'
প্রভু আজ্ঞা তাঁরে ক'ন,
তাহা শুনি সীতা যেন বজ্রাহতা
সেথা মূরছিতা হন।
যতনে সেবিয়া মোহ নিবারিয়া
কহিলা লক্ষ্মণ পরে,
"বাল্মীকি-আশ্রমে যান এই পথে
বিদায় দানিয়া মোরে।
প্রভু-আজ্ঞা আমি করিনু পালন
ক্ষম দেবি ! কৃপা করি',"
কহিলা জানকী "জ্যেষ্ঠাধীন তুমি
প্রীত আমি তবোপরি।
বিনাদোষে স্বামী ত্যজিলেন, এতে
নাহি তাঁর দোষ-লেশ,
পূর্ব্ব জনমের পাপেতেই আমি
পাইতেছি হেন ক্লেশ।
প্রণাম জানা'য়ে শাশুড়ী সমূহে
নিবেদিও গুণাধার !
রঘু-কুল-শিশু গর্ভে আছে মোর
শুভ চা'ন যেন তার।

হে লক্ষ্মণ শেষে কহিও প্রাণেশে
"অনলে বিশুদ্ধা দেখি',
ত্যজিলে দাসীরে কানন-মাঝারে
তব কুলোচিত একি ?
অথবা তোমার নাহি কোন দোষ,
মম নিয়তির ফল
বজ্রপাতরূপে শিরেতে আমার
পড়িয়াছে অবিকল।
নিশাচর-ভয়ে ভীত মুনিদের
রমণীগণেরে স্বামি !
তোমার প্রসাদে দিয়াছি শরণ
এবে ভিখারিণী আমি।
শিশুটী তোমার জঠরে আমার
যদি না এখন র'ত,
বিরহ-বিফল জীবন ত্যজেছি
শুনিতে তোমারে হ'ত।
তপস্যা করিব প্রসবের পরে
তমসা নদীর তটে,
এই পতি যেন প্রতি জন্মে পাই
পুনঃ না বিরহ ঘটে।
মনুর বচন সবার পালন
রাজোচিত নিরবধি,
তপস্বিনীরূপে পালনীয়া দাসী
বনবাসে দিলে যদি।"

যে আজ্ঞা বলিয়া চরণে নমিয়া
কাঁদিয়া লক্ষ্মণ ফিরে,
দুঃখিনী সীতার কাতর বিলাপ
রামে নিবেদিলা ধীরে।
সে সব শুনিয়া শ্রীরামের হিয়া
হ'ল যেন বিদারিত,
ক্লেশে ধৈর্য্য ধরি' রাজ-কার্য্যে তিনি
নিবেশিলা নিজ-চিত।
নিশীথ সময়ে নিরজনে বসি'
বরষি' নয়নাসার,
শোকের আবেগে হইয়া ব্যাকুল
কহিতেন গুণাধার।
"করম-চণ্ডাল * নাহি মোর সম
ত্যজ মোরে প্রিয়তমে!
বিষবৃক্ষ হায় ক'রেছ আশ্রয়
তুমি যে চন্দন-ভ্রমে।"

সীতার বনবাস।

কুশ আহরিতে আগমন করি'
অদূরে বাল্মীকি মুনি,
সীতার পাশেতে হন উপনীত
কাতর বিলাপ শুনি।

* অপূর্ব্ব কর্ম্মচণ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমম্। (উত্তর রাম চরিত)

সান্ত্বনা প্রদানি' আপন আশ্রমে
লইয়া গেলেন তাঁয়,
মুনি-কন্যাগণ শোক লাঘবিতে
কতনা প্রয়াস পায়।
কুশ-লব নামে যমজ তনয়
তথা প্রসবিলা সীতা,
তনয়-আনন নিরখিয়া হন
দুখেতেও হরষিতা।
মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ-গান
কুশ-লবে শিখাইয়া,
অশ্বমেধ-কালে অযোধ্যা নগরে
আসিলা তাদেরে নিয়া।
সীতার প্রতিমা সুবর্ণে গঠিয়া
সে মূরতি রাখি' বামে,
অশ্বমেধ যজ্ঞে হ'য়েছিলা ব্রতী
রামচন্দ্র নিজ ধামে।
লব-কুশ-মুখে রামায়ণ শুনি'
সকলে মোহিত হয়,
সজল নয়নে শ্রীরাম তাদের
চাহিলেন পরিচয়।
নিজের তনয় জানিতে পারিয়া
গ্রহিলেন সমাদরে,
সীতারে আনিয়া পরীক্ষা দানিতে
পুনঃ আদেশিলা পরে।

কহিলেন সীতা "পরীক্ষা বারেক
দিয়াছি লঙ্কায় আগে,
তবু প্রিয়তম! অবিশ্বাস কেন
এখনো মরমে জাগে?
পরীক্ষা ত আর দিব না এবার
যাব জননীর কোলে,
তোমার কণ্টক দূর হবে নাথ!
এ দুখিনী গত হ'লে।
নয়নের মণি কুমার যুগলে
সঁপি' তব শ্রীচরণে,
জনমের মত ল'তেছি বিদায়
দাসী ব'লে রেখো মনে।
জনমে জনমে হ'য়ো মোর পতি
শুধু এ কামনা করি,
এহেন যাতনা কোন জনমেতে
দিওনা, চরণে ধরি।
তোমা বিনা যদি আর কোন জনে
মনে না দিয়াছি স্থান,
তা' হ'লে আমার এই মুহূর্ত্তেই
বাহিরায় যেন প্রাণ।
পতি হ'তে যদি বাক্য-কায়-মনে
না হ'য়েছি বিচলিত,
তবে বসুন্ধরে! তব দুহিতারে
কর মা! অন্তর্হিত।"

এ বলি' বিষাদে মূরছিত হ'য়ে
সীতা ত ত্যজিলা দেহ,
বিষাদে ভরিল যজ্ঞভূমি আর
অযোধ্যার রাজগেহ।
সকলে ভাবিল পাতালেতে সীতা
গেলা জননীর পাশে,
উঠিল করুণ বিলাপের ধ্বনি
অযোধ্যায় রাজাবাসে।
কৌশল্যার পাশে পাঠাইয়া রাম
শোকাতুর কুশ-লবে,
অতিশয় ক্লেশে ধরিয়া ধৈরয
বিদায় দানিলা সবে।
রাজ্য বিভাগিয়া * যতনে অর্পিয়া
সুত-ভ্রাতৃ-সুতগণে,
যোগে তনু ত্যজি' সুরপুরে যান
যত পুরবাসি-সনে।'

* শ্রীরামচন্দ্র সিন্ধুনদের উভয়পার্শ্বস্থ গন্ধর্ব্বরাজ্য অধিকার করিয়া ভরতের পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলের নামানুসারে তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী নগরী স্থাপন করিয়া সেখানে তক্ষ ও পুষ্কলকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কারুপথ দেশে লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদের নামানুসারে অঙ্গদীয়া পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অঙ্গদকে স্থাপন করতঃ লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকেতুকে বল্লভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই নগরী চন্দ্রকান্তা নামেও প্রসিদ্ধ হয়। শত্রুঘ্নের পুত্র সুবাহুকে মথুরায় এবং শত্রুঘাতীকে বৈদিশ রাজ্যে স্থাপন করেন। কোশলরাজ্যে কুশাবতীপুরী এবং উত্তর কোশলে শরাবতীপুরী প্রস্তুত করিয়া কুশকে কুশাবতীতে এবং লবকে শরাবতীতে অভিষিক্ত করেন। পরিশেষে ভ্রাতৃগণ ও অযোধ্যানগরীর অধিবাসিগণসহ সরযুনদীতে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গারূঢ় হন।
(বাল্মীকি রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড)

বহুদিন ধরি' অযোধ্যানগরী
জনহীনভাবে রয়,
পথ-ঘাট-আদি একেবারে হ'ল
শ্বাপদকাননময়।

কুশের স্বপ্ন দর্শন।

অযোধ্যাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী
অতি দীনবেশ ধ'রে,
নিশীথে স্বপনে কুশের সদনে
কহিলা বিষাদ-ভরে।
"তব পিতৃদেব ছিলেন যখন
রাজপদে বিরাজিত,
রূপে গুণে আমি কুবেরের পুরী
'ক'রেছিনু পরাজিত।
গোলোক ধামেতে গিয়াছেন তিনি
অযোধ্যাধিবাসিসহ,
তুমি বিদ্যমানে মোর দশা কেন
হেন শোচনীয় কহ?
রবি অস্তগতে জলদ সমূহ
বায়ুতে বিচ্ছিন্ন যথা,
প্রভুব্যতিরেকে মম গৃহাবলী
হ'য়েছে শ্রীহীন তথা।

রজনীতে নারী নূপুরে মুখারি'
চলিত যে রাজপথে,
উল্কামুখীদল বিকট নিনাদে
ভ্রমে তায় কতমতে।

পদ্মবনে আঁকা করিণী, মৃণাল
দিছে যে করীর হাতে,
করী ভাবি' তারে কুপিত কেশরী
বিদারে নখরাঘাতে।

অলক্ত-ভূষিত চরণে রমণী
ভ্রমিত সোপানে যেথা,
মৃগদলে বধি' রুধিরার্দ্র-পদে
বিহরে শার্দ্দূল সেথা।

স্তম্ভোপরিস্থিত রমণী-প্রতিমা
হ'য়েছে ধূসর হায়,
ভুজগ-মোচিত * নির্‌মোক এবে
ঢাকিছে তাদের কায়।

যে উদ্যান-লতা নোয়ায়ে যতনে
নারীরা তুলিত ফুল,
ছিঁড়িছে সজোরে সে লতার শাখা
এবে শাখামৃগকুল। †

* নির্ম্মোক—সাপের খোলস্।
† শাখামৃগ—বানর।

সবুজ কোমল নব দুর্ব্বাদল
শোভেনাক মাঠে আর,
কত কাঁটা গাছ জনমি' সেখানে
শোভা নাশিয়াছে তার।
দেবালয়ে আর বাজেনা কাঁসর
উঠেনা শঙ্খের ধ্বনি,
শিরঃ সঞ্চালিয়া গরজিছে সেথা
বহু বিষধর ফণী।
যে সরসীজল কাঁপা'ত কামিনী
করাগ্র চালনে হাসি',
বন্য মহিষেরা শৃঙ্গাঘাতে তার
আলোড়িছে জল-রাশি।
সুধা-ধবলিত যে সৌধের শোভা
বাড়া'ত জোছনাচয়,
তৃণ-শৈবালাদি জনমিয়া তায়
ক'রেছে কালিমময়।
প্রাসাদ-শিখরে কপোত-শুকাদি
হরষে করিত বাস,
নিবাসিছে সেথা শ্যেন-শকুনাদি
তাদেরে করিয়া গ্রাস।
অধুনা নিশায় নাহি দেখা যায়
বাতায়নে দীপ-ভাতি,
নারী-মুখ দিনে শোভেনা সেখানে
* লূতা আছে জাল পাতি'

* লূতা—মাকড়সা।

মৃদঙ্গের ধ্বনি শ্রবণে না শুনি'
মযুর-ময়ূরী সবে,
তুলিয়া পেখম নাচে না এখন
সুমধুর কেকারবে।
ঘোর দাবানলে * কলাপ কারো বা
পুড়িয়া হ'য়েছে ক্ষয়,
বাস-দণ্ডাবলী ভগ্ন হওয়াতে
তরু-শিরে তারা শয়।
সরযু-সলিলে চলে না তরণী
† না চরে মরাল-পাঁতি,
কুম্ভীরাদি প্রাণী আমিষাভিলাষে
বিচরিছে দিবারাতি।
তরঙ্গ চালিত তুলসী কুসুম
শোভেনা সে নদীতীরে,
কেহত এখন করে না তর্পণ
অবগাহি' তার নীরে।
বাজাইত বাঁশী পুলকে বিলাসী
বসি' যে বিটপি-তলে,
হুঙ্কারিয়া হায়! ভ্রমিছে সেথায়
ভল্লুকেরা দলে দলে।

* কলাপ—ময়ূর-পুচ্ছ।
† মরাল পাঁতি—রাজহংসের শ্রেণী।

অতুলন-শোভা ছিল আগে মোর
অধুনা মলিন বেশ,
সিংহাসনে তুমি বসিলে সেথায়
ঘুচিবে আমার ক্লেশ।
পাহাড়ের মত প্রাচীরাদি কত
ভাঙ্গিতেছে কাল ক্রমে।
পুনঃ বিরচিয়া আগেকার শোভা
প্রদানহ পরাক্রমে।”
স্বপনেতে শোনা এ সব কাহিনী
সভ্যগণে জানাইয়া,
অযোধ্যা সংস্কারি’ সেথা আসে কুশ
কুশাবতী দ্বিজে দিয়া।
রাজ-সিংহাসনে করি’ আরোহণ
সুখে পালে প্রজাগণে,
তার পরে ক্রমে ঊনষাট রাজা
উপবেশে রাজাসনে।
অসংযম-হেতু শেষ নৃপগণ
ক্রমে দুর্ব্বলতা ধরে,
কোশল রাজত্ব মগধের সহ
মিশিল তাহার পরে!
রামায়ণে আর রঘুবংশাদিতে
আছে এ কাহিনী চয়,
সে কাব্য সকল ধরাতে এখন
সাদরে পঠিত হয়।

মহর্ষি বাল্মীকি রচিলা প্রথমে
রামায়ণ মনোহর,
তার ভাব ল'য়ে রঘুবংশ রচে
কালিদাস কবিবর।

শিশুদের প্রতি উপদেশ।

সত্য-পরায়ণ হ'য়ো শিশুগণ
দশরথ সম ভবে,
পর-উপকারে দিও মনোযোগ
জটায়ু-সদৃশ সবে।
শ্রীরামের মত পিতৃভক্ত, সৎ
স্বদেশ প্রেমিক হ'য়ো,
ভরতের পাশে ন্যায় পরতাদি
সাদরে শিখিয়া ল'য়ো।
অগ্রজভকতি লক্ষ্মণ হইতে
লইয়া হৃদয়ে ধ'রো,
মহাবীর সম * প্রভুর করম
যতনে সাধন ক'রো।
রাবণের সম পাপ কাজে কভু
হয়োনাক নিবেশিত,
স্বজনগণের শুনি' উপদেশ
কুপিওনা কদাচিত।

* মহাবীর—হনুমান্।

বালিকারা সবে সতী হ'য়ো ভবে
সীতা, অনসূয়াসম,
আপন পতিরে ভাবিও সতত
প্রাণাধিক প্রিয়তম।
স্বামিসেবা হেতু করিও বরণ
যত ক্লেশ কুতূহলে,
পতিপদ হ'তে মতি যেন কারো
কোন কালে নাহি টলে।
উরমিলা সম নীরবে চাপিয়া
মরম-বেদনা-দুখ,
গুরুর্জনগণে সেবিয়া যতনে
উজল ভারত-মুখ।
থাকিলে সতীন, সুমিত্রার সম
স্নেহাদি করিও তায়,
সতীনের সুতে ভালবেসো তথা
ভালবাসে যথা মায়।
দাসী-মন্ত্রণায় কৈকেয়ীর হায়
ঘটিল অখ্যাতি কত,
তোমরা কাহারো কুমন্ত্রণা শুনি'
হ'য়োনা তাহার মত।
পর-সুখ হেরি' বিষাদে হিংসায়
জ্বলিওনা কদাচন।
হেনকাজ সদা সাধিও, যাহাতে
গলে সকলেরি মন।

স্বার্থপরতার বশীভূত হ'য়ে
কলঙ্ক ল'য়োনা নামে.
সুজনের সম সুযশ লভিতে
প্রয়াসিও ধরাধামে।
সৎপথে থাকি' আলোকিত কর
পিতা ও পতির কুল,
সতী রমণীর করমে কখনো
করিওনা কোন ভুল।
বহু পুণ্য-ফলে ল'ভেছ জনম
ভারত-ভূমির মাঝে,
ভারত-মহিমা বাড়াও যতনে
রত হ'য়ে শুভ কাজে।

বহু স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণেতা, সুবিচক্ষণ সাহিত্যিক,
মেদিনীপুর টাউন স্কুলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ
ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক—

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ

মহোদয়ের প্রদত্ত

প্রশংসা-পত্র।

নিবারণ বাবু!

আপনার রামায়ণ-সার পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। ইহা শুষ্ক জীবনচরিত নহে। রামায়ণ-কথা অমৃতের সাগর; তাহা হইতে উজ্জ্বল রত্নগুলি উদ্ধার করিয়া আপনি বালকদিগের সম্মুখে ধরিয়াছেন। সেই সঙ্গে স্বদেশপ্রীতি, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন প্রভৃতি সময়োপযোগী বিষয়ের সুকৌশলে অবতারণা করিয়া পুস্তকখানি আরও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে এরূপ পুস্তকের যদি আদর না হয়, তাহা হইলে বুঝিব যে, আমরা এখনও হীরকখণ্ড ফেলিয়া কেবল কাচখণ্ডই সংগ্রহ করিতেছি।

আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে ছন্দ বৈচিত্র্য দেখিয়া আরও আনন্দ লাভ করিব।

মেদিনীপুর,
২০শে জানুয়ারী,
১৯৩০।

আপনার শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ
মেদিনীপুর টাউন স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক।

প্রশংসা-পত্র।

দেশের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা ঐতিহাসিকের কাজ; আর তাহার সারগর্ভ উপদেশগুলি বিন্যস্ত করিবার ভার নীতিশাস্ত্রকারের হাতে। এদেশে তাহার অভাব নাই। কিন্তু কবির স্থান উহাদিগের উপরে; তিনি চেষ্টা করেন, যাহাতে প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপ ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশাবলী সামাজিকগণের হৃদয়ে আবাল্য বদ্ধমূল হইয়া তাহাদিগকে উন্নত ও উদার-ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া দেয়।

শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র পাল মহাশয় নিজে শিক্ষক; ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা, অভাব ও আবশ্যকতা বিশেষ বুঝেন। তাই তিনি চিরমনোহর আমাদিগের শাস্ত্রীয় কাহিনীগুলি বালকবালিকাগণের মনোমদ করিয়া মনোহর ভাবেই তৎপ্রণীত রামায়ণ-সার ও মহাভারত-সারে ছন্দোবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর পুস্তকের এখন অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্যালয়ের সহৃদয় শিক্ষকগণ এবং বিদ্যার্থিবৃন্দের অভিভাবকগণ নিঃসঙ্কোচে এই দুই গ্রন্থ শিশুগণের অবশ্য পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিবেন। এই দুইটী গ্রন্থের উপদেশগুলি শৈশব হইতে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই জীবন সার্থক হইবে।

বিদ্যাদিত্য—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

সংস্কৃত বাঙ্গালা অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ।